ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 Augest, 2023 ■ আগরতলা ১৪ আগস্ট ২০২৩ ইং ■ ২৮ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

স্বাধীনতা দিবস

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় রাজ্যপাল বলেন, আমাদের দেশের জন্য এটি একটি বিশেষ দিন, কেননা এই দিনটিতেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম এবং দেশের সমস্ত নাগরিকদের জন্য ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত'ত্বের পরিবেশ নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই উপলক্ষে তিনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আনন্দ, ভালবাসা, শান্তি ও সৌভ্রাত'ত্বের বার্তা ছড়িয়ে রাজ্যের উজ্জল ভবিষ্যত ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এদিকে, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন- 'বহু বীর, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশপ্রেমিক নাগরিকদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আসাম রাইফেলস মাঠে প্যারেডের মহড়া। ছবি- নিজস্ব।

রাস্তা নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ অল্প বৃষ্টিতে ভাঙছে জাতীয় সড়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। সামান্য বৃষ্টিতেই ভেঙ্গে পড়লো নির্মীয়মান জাতীয় সড়ক। নির্মাণের গুণগত মান এতই খারাপ যে কাজ শেষ হতে না হতেই রাস্তার মাঝে বড় বড় ফাটল দেখা দিয়েছে। ঘটনা লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু থেকে মিজোরাম পর্যন্ত নির্মীয়মান ০৮(এ) নং জাতীয় সড়কে।

খবরে প্রকাশ, মনু হইতে মিজোরাম মামিত জেলা পর্যন্ত ০৮(এ) নং জাতীয় সড়কের নির্মাণের বরাত পায় ইপিআইএল কোম্পানি। এই কাজের সাব-ঠিকাদারি পায় এসএসকে নির্মান সংসা। কাজের শুরু থেকেই রাস্তা নির্মানে দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। বিশেষ করে প্রোটেকশন ওয়াল তৈরিতে কোন রডের ব্যবহারই করা হয়নি। পাশাপাশি নিম্নমানের ইট দেওয়ালের নির্মানে ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমনকি একটি জাতীয় সড়ক নির্মানে যে সংখ্যক ও যে ধরনের মেশিনারির প্রয়োজন তাও নাকি এই নির্মাণ সংস্থার কাছে পর্যাপ্ত নেই। একদিকের কাজ শেষ না হতেই রাস্তার মাঝেই বড় বড় ফাটল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গত দু -একদিনে সামান্য বৃষ্টিতেই মহকুমার লালছড়া এলাকায় রাস্তা ভেঙ্গে পড়েছে। এই সড়ক নির্মান সংসার সাইড ম্যানেজারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। উন্নত সড়ক নির্মাণে কারি কারি টাকা ব্যয় হলেও বাস্তবে অতি নিম্নমানের রাস্তা তৈরি হচ্ছে বলে অভিমত স্থানীয়দের। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার সঠিক উন্নয়নের স্বার্থে স্থানীয়দের দাবী তদন্তক্রমে বহিরাগত এই নির্মাণ সংস্থাদের বিরুদ্ধেও সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক সরকার। যাতে করে জাতীয় সড়ক নির্মাণের নির্দিষ্ট গুণগত মান বজায় থাকে।

বক্সনগর-ধনপুর উপনির্বাচনে

অবিজেপি জোট ঃ দুই কেন্দ্রেই বামফ্রন্টের প্রার্থী ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। উপভোটে চূড়ান্ত হলো সিপিএমের প্রার্থী। শনিবার দলের রাজ্য কার্যালয়ে এক বৈঠকের মাধ্যমে বামেদের প্রার্থী তালিকায় শিলমোহর দিয়েছে সিপিএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী। ধনপুর এবং বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা রবিবার ঘোষণা করছে সিপিএম।

ধনপুর কেন্দ্র থেকে এইবারের উপ নির্বাচনে বামফ্রন্টের তরফে প্রার্থী করা হয়েছে কৌশিক চন্দ কে।

উল্লেখ্য ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনিই ছিলেন বামফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীর এদিকে বক্সনগর কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী মিজান হোসেন।

তিনি সদ্য প্রয়াত বিধায়ক শামসুল হকের তৃতীয় পুত্র।

এমনকী আগামী ১৬ আগষ্ট ধনপুর এবং বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে মনোনয়ন দাখিল করবেন সিপিএম প্রার্থীরা।

আগামীকাল কংগ্রেস ও তিপ্রা মথা দলের সিদ্ধান্ত যদি পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে সিপিএমের প্রার্থী

কৌশিক চন্দ

মিজান হোসেন

তালিকায় ঘোষণা থেকে মনোনয়ন দাখিলের সিদ্ধান্ত পুন:বিবেচনা করবে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্ব। প্রাথমিকভাবে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নিল সিপিএম।

এদিনের রাজ্য দপ্তরে আয়োজিত বৈঠকে সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য মানিক সরকার, রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী, রতন ভৌমিক, পবিত্র কর, মানিক দে, তপন চক্রবর্তী, রাধাচরণ দেববর্মা, রমা দাস, নরেশ জমাতিয়া, নারায়ণ কর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।সিপিএম রাজ্য কমিটি সূত্রে খবর, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি ও রাজ্য নেতাদের বলেছেন প্রয়োজনে রাজ্যেও যাতে ইন্ডিয়া' জোট মোতাবেক উপভোটে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়।

তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে। জানা গিয়েছে ধনপুর কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের নেতৃত্বে এবং বক্সনগর কেন্দ্রে জীতেন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে মনোনয়ন দাখিল করছে বামেরা।

ইন্ডিয়া জোটের তৃতীয় বৈঠক ৩১শে

অভিজিৎ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৩ আগষ্ট।। সদ্য সমাপ্ত সংসদ অধিবেশনে ২৬টি বিরোধী দলের মধ্যে বন্ধুতা প্রদর্শন করার পরে এখন সবার নজর থাকবে মুম্বাইয়ে দিকে।কারণ বিরোধী দলের তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে ৩১ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

ওই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ এই বৈঠকে আগামী নির্বাচনে ইভিএম মাধ্যমে না ব্যালট বাক্সে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

অনেক বিরোধী দল ইভিএম মেশিনের নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন।

বিশেষ করে ইভিএম মেশিনের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব।

সূত্র জানায়, ইভিএম ইস্যুতে আলোচনা হবে এবং ইভিএম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে ধারণা অনেক বিশেষজ্ঞদের।

ইভিএম ইস্যুতে সংসদের ১১জন সদস্যদের নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠন করা হবে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, কংগ্রেস পার্টি এমন আসনগুলির জন্য চাপ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেখানে তাদের খুব বেশি বাজি নেই এবং সেই রাজ্যের ক্যাপটেন সিদ্ধান্ত নেবেন।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বড়দোয়ালি কেন্দ্রে র‍্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী ছবি- নিজস্ব।

মোবাইল ফোনই কাল নিভে গেল ছাত্রীর জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ আগষ্ট।। অকালে ঝরে গেল আবারও একটি প্রাণ। নিভে গেল একটি নাবালিকার জীবন।মা বাবার কতই না স্বপ্ন ছিল মেয়ে শিপ্রা কে নিয়ে।নিমেষে ছারখার হয়ে গেল সব স্বপ্ন।ঘটনার বিবরণে জানা যায় চড়িলাম আড়ালিয়া পঞ্চায়েতের খামারবাড়ি এলাকার শ্রীবাস সরকারের মেয়ে শিপ্রা সরকারের সাথে তার ভাইয়ের মোবাইল ফোন নিয়ে ঝগড়া হয়। তাদের মা নিজ কাজে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু ভাই বোনের ঝগড়া যাতে না বাড়ে তাই মেয়ে শিপ্রাকে চড় মেরে শাসন করেন। অভাগী মা বোঝতেই পারলেন না মায়ের এই শাসনে মেয়ের মনে এমন বিরূপ প্রভাব ফেলবে। এরপর মা কাজের জন্য জমিতে যান। কিছু সময় পর ঘরে ফিরে এসে দেখেন মেয়ে শিপ্রা ঝুলে আছে। তড়িঘড়ি সকলে মিলে শিপ্রাকে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিপ্রা কে মৃত বলে ঘোষণা করেন।সদ্য পনের বছরের নাবালিকা মেয়েকে হারিয়ে হাসপাতালে কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃতার বাবা-মা। মৃতা শিপ্রার মা বাবার অসহায়ত্ব দেখে সাধারণ মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন আসছে যে সন্তান কে পৃথিবীর আলো দেখাতে মা বাবা এত কষ্ট করে তাদের কি মা বাবার প্রতি কোন দায়িত্ব

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপভোটে তৈরি পদ্ম শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন নিয়ে শনিবার বিজেপি রাজ্য কার্যালয়ে বৈঠক করলো পদ্মশিবির। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, রাজ্য বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপনির্বাচনের লক্ষ্যে শাসক দলীয় পরিকল্পনা স্থির করা হয়। ধনপুর এবং বক্সনগর কেন্দ্রের শাসক

দলীয় প্রার্থী নিয়েও এদিন প্রাথমিক শলা পরামর্শ হয়েছে। উপনির্বাচনের লক্ষ্যে দুই বিধানসভা কেন্দ্রে যাদের দায়িত্ব দেওয়া

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসে রাজ্যে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর ১৫ আগস্ট দেশ জুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। মাঝে আর একটি দিন। তারপরই স্বাধীনতা দিবস। এই স্বাধীনতা দিবসে বিভিন্ন জঙ্গি গোষ্ঠী দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করবে তা যেমন বলার অপেক্ষা রাখে না,তেমনি বিদেশি শত্রুও দেশের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করবে।তাই স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে সিমান্ত এলাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে নজরদারি।

ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে রয়েছে বাংলাদেশ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সিমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সিমান্ত নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফ জওয়ানরা দিবারাত্র সিমান্ত এলাকায় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে। কাটা তারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকা ভারতীয়রা তার কাটার এই পারে আসার ক্ষেত্রেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে।

চেকিং করে তার কাটার ঐ পারে থাকা ভারতীয় নাগরিকদের তার কাটার এই পারে আসতে দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকদের ক্যামেরায় ফুটে উঠে বিএসএফ জওয়ানরা বন্দুক হাতে সিমান্ত এলাকায় টহলদারি চালাচ্ছে। যাতে করে সীমান্ত অতিক্রম করে এসে রাজ্যের মধ্যে কোন জঙ্গি কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা সংগঠিত করতে না পারে।

রেল লাইনে উদ্ধার মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। রবিবার ভোরে রেল লাইন থেকে এক যুবতীর মৃত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকাজুড়ে। তেলিয়ামুড়া জিআরপি থানার অন্তর্গত ১২৯ নম্বর পিলার এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় এদিন ভোরে। ঘটনার তদন্ত করছে তেলিয়ামুড়া জিআরপি থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রবিবার ভোরবেলা তেলিয়ামুড়া জি আর পি থানায় খবর আসে ১২৯ নম্বর পিলার এলাকায় এক যুবতীর ক্ষতবিক্ষত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে শাসক দলের ঘরে বাইরে কঠিন চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৩ আগষ্ট।। রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের রেস কাটতে, না কাটতে,ছয়, মাসের মাথায় , দুটো উপনির্বাচনের ঢাকের কাটি বেজে গেল। একটি ২০ বক্স নগর, অপরটি হল ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র দুটি উপনির্বাচনি হচ্ছে সুনামুড়া মহকুমা শাসকের অধীনে। নির্বাচন কমিশন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, দিনক্ষণ ঘোষণাও করেছেন, আগামী ৫ তারিখ সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে উপনির্বাচন, ৮ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবে। ১৭ মধ্যে দাখিল করতে হবে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নির্বাচন। এই অকাল ভোটের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই রাজনৈতিক দলগুলি তৎপরতা তুঙ্গে। যদিও ২৩ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিমা ভৌমিক বিধানসভার শপথ গ্রহণ করেননি,যার কারনে সংবিধান সংকট তৈরি হয়েছে। ২০ বকনগরে

প্রার্থী চয়নে স্নায়ুচাপ

বিধায়ক শামসুল হক সাহেবের মৃত্যুর কারণে বিধানসভায় অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে,সংকট মোকাবেলায় উপ নির্বাচন অভি সম্ভবী।যদিও এই ক্ষেত্রে শাসক দল অনেকটা এগিয়ে রয়েছে মাঠে ময়দানে। শাসক দলের প্রার্থী বাছাই ক্ষেত্রে রয়েছে মাথা ব্যাথা, চলছে চুল চেরা বিশ্লেষণ, চলছে অন্দরমহলে স্নায়ুযুদ্ধ যেহেতু দাবিদার অনেক,। শুধুমাত্র বাছাই করা প্রার্থী পদ নিয়েই নয়, তাছাড়া রয়েছে জয়ের পথ হাসিল করা। বর্তমানে শাসন ক্ষমতা থেকে দুটো উপ নির্বাচনে শাসক দল নিজেদের বাক্সে আনতে হবে, এটাই তাদের মূল মাথা ব্যাথা অর্থাৎ ধনপুর বক্সনগর কেন্দ্র থেকে দুটো পদ্মফুল ফোটাতে হবে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় দল ক্ষমতায় থেকে ওই দুটি উপনির্বাচন কেন্দ্রে জয়ী করতে না পারলে সব দিক দিয়ে মুখ পুড়ে যাবে শাসক দলের। তাছাড়া আর কয়েক মাস বাদে হতে যাচ্ছে ২০২৪ এর লোক সভা নির্বাচন। সেই জন্যই ঘরে বাইরে চিন্তার কারণ। দুই কেন্দ্রে উপনির্বাচনের হাল বেহালের চিত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩০২ ▫ ১৪ আগস্ট ২০২৩ ইং ▫ ২৮ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

জিতেগা ভারত

২০২৪ সালে কেন্দ্রে সরকার গঠনের স্বপ্ন নিয়য়া বিরোধী জোট ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হইবে সেটা সময়ই বলাবে। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল কিংবা প্রতিহত করিতে অন্য কোন কৌশল না পাইয়া শেষ পর্যন্ত সবকটি দল একত্রিত হইয়া একের বিরুদ্ধে এক প্রার্থী দেওয়ার লক্ষ্যেই এ ধরনের জোট গঠন করিয়াছে। বিরোধী জোট গঠন করিলেও তাহা দেশের জনগণ কতটা মানিয়া নেবেন সেই প্রশ্নও কিন্তু প্রাসঙ্গিক হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পক্ষ নরেন্দ্র মোদিকে প্রচারের মুখ হিসেবে ইতিমধ্যেই আবারও উপস্থাপন করিয়াছে। কিন্তু বিরোধী জোটে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী কিংবা প্রচারের মুখ কে হইবে তাহা নিয়া কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্ব এখনো কাটাইয়া উঠিতে পারেননি বিরোধী দলের নেতারা। এ বিষয়ে দেশের রাজনৈতিক সচেতন জনগণ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

পরপর বিরোধী জোটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈঠকে জোটের নাম দেওয়া হয় ইন্ডিয়া। একদিন পরেই তার ট্যাগলাইনও চূড়ান্ত হইয়া যায়। ২০২৪-এর লক্ষে বিরোধী জোটের ট্যাগলাইন হল জিতেগা ইন্ডিয়া। এর অর্থ হইল ভারত জিতিবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে এক প্রতিলিপিও করা হইতে পারে। বেঙ্গালুরুতে বৈঠক চলার সময় বেশ কয়েকজন নেতানেত্রী (তাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য) বলিয়াছিলেন, জোটের নামে ভারত শব্দটি থাকা উচিত। তাই হয়ও। বিরোধী জোটের এক বর্ষীয়ান নেতা বলিয়াছেন, সেই সময়ই সিদ্ধান্ত হয় একটি ট্যাগলাইন করা হইবে। সেই মতোই কাজ হয়। ভারতকে নিয়ে ট্যাগলাইন২০২৪-এর নির্বাচনে বিজেপির ভারত বনাম ইন্ডিয়া প্রচারকে ভোঁতা করিতেই নেওয়া হইয়াছে, বলিয়াছেন একাংশার বিশ্লেষকরা। বিরোধী ফ্রন্টের নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বলেছিলেন ২০২৪-এর নির্বাচন হইবে বিজেপির আদর্শ ও তাহাদের চিন্তা ধারার বিরুদ্ধে লড়াই। রাহুল গান্ধী বলিয়াছিলেন, ভারত সব সময় সব লড়াইয়ে জয়ী হয়।২০২৪-এর নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তৃতীয়বারের মেয়াদের জন্য ভোট চাইবেন। তার আগে বিরোধীরা এনডিএ-র প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়িয়াছে । প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, "এন" মানে নতুন ভারত, "ডি" মানে উন্নত দেশ এবং "এ" মানে জনগণ ও অঞ্চলের আকাঙ্খা। তিনি বিরোধী দলের বৈঠককে দুর্নীতিবাজজের মিটিং বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ২০২৪ সালে কেন্দ্রে পুনরায় সরকার গঠনের আহ্বান জানাইয়া ইতিমধ্যেই বিজেপি সারা দেশব্যাপী প্রচারে শামিল হইয়াছে। এবারের নির্বাচন শাসক এবং বিরোধী জোটের মধ্যে আত্মসম্মানের লড়াই হিসেবে উপস্থিত হইয়াছে।

বিকল্প পেশা হয়ে উঠেছে সুপারি চাষ, উত্তর দিনাজপুরের লাভের মুখ দেখছেন বহু চাষি

উত্তর দিনাজপুর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): উত্তর দিনাজপুর জেলার একটি জনপ্রিয় ফসল সুপারি। আর এই সুপারি চাষ করে এখন বহু কৃষক লাভবান হচ্ছেন এই জেলায়। পানের সাথে সুপারি খাওয়ার একটা রীতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলন রয়েছে। তাই এই জেলার অনেকেই এই সুপারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সুপারি চাষ করে এই জেলার অনেক চাষি এখন প্রচুর লাভবান হচ্ছেন। অনেক চাষির কাছে বিকল্প পেশা হয়ে উঠেছে এই সুপারি চাষ।

কৃষি বিশেষজ্ঞ তারাপ্রসাদ জানান, যাদের অল্প জায়গা রয়েছে কিংবা ফাঁকা জমি পড়ে রয়েছে তারা তাদের সেই জমিতে সুপারি গাছ রোপণ করতে পারেন। এই সুপারি চাষে কোনও রকম পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, খরা কিংবা বন্যা সব ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিকূল পরিবেশে সুপারি গাছ বেড়ে উঠতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই সুপারি চাষ বাড়ছে এই জেলায়। লাভের মুখও দেখছেন চাষিরা। তবে, শুধুমাত্র উত্তর দিনাজপুর জেলা নয়, রাজ্যের অনেক জেলাতেই এখন সুপারি চাষ বাড়ছে।

আর্দ্রতার অস্বস্তি বজায় রয়েছে তিলোত্তমায়, বৃষ্টিরও পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণ দুই বঙ্গেই

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): বৃষ্টি হচ্ছে খুবই সামান্য, মাঝেমধ্যে। তাতে স্বস্তি তো মিলছে না, বরং আর্দ্রতার অস্বস্তি বজায় থাকছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঘর্মাক্ত গরম পিছু ছাড়ছে না। বৃষ্টির ঘাটতিও এখনও মেটেনি। যদিও, আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার পর্যন্ত গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে। কোথাও কোথাও তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও জেলাগুলিতেও।

রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাশাপাশি বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলি হল- দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার আলিপুরদুয়ার ও কালিম্পং।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দিল্লিতে অঁটোসাঁটো নিরাপত্তা, চূড়ান্ত সতর্ক পুলিশ-প্রশাসন

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করে তুলল দিল্লি পুলিশ। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। চূড়ান্ত সতর্ক রয়েছে পুলিশ ও প্রশাসন। যে কোনও ধরনের নাশকতা রুখতে সর্বদা সজাগ রয়েছে দিল্লি পুলিশ। বিশেষ নজরদারিও চালানো হচ্ছে। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, লাল কেল্লা এলাকায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। লাল কেল্লা, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন এবং দেশের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন, সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

হাড়োয়ায় তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীকে গুলি করে খুন, তদন্ত শুরু পুলিশের

হাড়োয়া, ১৩ আগস্ট (হি.স.): পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের পরেও খুন! উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীকে গুলি করে খুন করল দুষ্কৃতীরা। নিহত তৃণমূল নেতার নাম শেখ সাহেব আলি। হাড়োয়ার সামলার পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন শেখ সাহেব আলি। শনিবার রাতে বাড়ি ফেরার পথে তাঁকে ঘিরে ধরে গুলি চালায় আততায়ীরা। ৮ থেকে ১০ রাউন্ড গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। পরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ওই তৃণমূল নেতা।

এরপর রাস্তায় তৃণমূল নেতার দেহ রেখে মাঝরাত পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁর অনুগামীরা। বাইকে আগুন ও ভাঙচুর করা হয়। হামলার অভিযোগ তৃণমূলেরই অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। দলীয় সূত্রের খবর, শনিবার রাতে মোটরবাইকে চেপে বাড়ি ফেরার পথে শামলাবাজার এলাকায় তাঁকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চলে। পুলিশের দাবি অন্তত চার থেকে পাঁচ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে।

'লিটল বয়' ও 'ফ্যাটম্যান' দুটো পরমাণু বোমা এক মুহূর্তে দুটো শহরকে ধ্বংস করে দিল

প্রদীপ মারিক

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরে ফেলা হয় বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা। তখনও ঘুম থেকে জেগে ওঠেনি হিরোসিমার মানুষ। সকাল ৮টা বেজে ১৫ মিনিট। হঠাৎই দানবের মতো হিরোসিমার আকাশে উদয় হল মার্কিন বি টুয়েন্টিনাইন বোমারু বিমান 'এনোলা গে'। কল্পতরু আগুনমুখো ড্রাগনের মতো সেখান থেকে হিরোসিমার একটি হাসপাতালের এক হাজার নশো ফুট ওপর বিস্ফোরিত হয় বিশ্বের প্রথম পরমাণু বোমা 'লিটল বয়'। কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরমাণু বোমার বিষাক্ত ছোবলে মারা হেল আশি হাজারের মতো মানুষ। আহত হল আরও পঁয়ত্রিশ হাজার। ঘুমের মধ্যে মারা গেল নারী, শিশু,বৃদ্ধ, যুবা। মাটির সঙ্গে মিশে গেল বেশির ভাগ দালান কোঠা। হাসপাতালগুলিতে আহতদের চিকিৎসার জন্য বেঁচে রইল অল্পসংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স। মুহূর্তের মধ্যে যেন এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল ছবির মতো সুন্দর জাপানের ছোট্ট শহর হিরোশিমা। কিছুক্ষণ আগে থেকেই মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল হিরোশিমায়। ৬ আগস্টের সকালে তাই শহর পরিষ্কার করতে নেমেছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তারা। কলেজের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক পালিয়ে উঠেছিলেন হিরোসিমার পাশের হিকিয়াম পাহাড়ে। সেখান থেকে দেখা তাঁর বর্ণনা, 'সিদিন দেখলাম হিরোশিমার কিছুই নেই, হিরোশিমা শহরটাই আর নেই। এরপর আমি অবশ্যই মর্মান্তিক দৃশ্য অনেক দেখেছি, কিন্তু সেদিনের স্তম্ভিত করে দেওয়া দৃশ্যের যে অভিজ্ঞতা তা প্রকাশ করা অসম্ভব।' হিরোশিমার উপরে ফেলা ন'হাজার পাউন্ডের দশ ফুট দীর্ঘ আঠাশ ইঞ্চি ব্যাসের ইউরেনিয়াম ২৩৫-এ তৈরি বোমাটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'লিটল বয়'। আর নাগাসাকির উপর ফেলা দশ হাজার দুশো তেরো পাউন্ড ওজনের ১০.৭ ফুট দীর্ঘ ও পাঁচ ফুঁট ব্যাসের প্লুটোনিয়ামের বোমাটির নাম ছিল 'ফ্যাট ম্যান'। বাংলার অনুবাদ করলে আদুরে নাম 'ছোটকু' ও 'মোটকু'। 'লিটল বয়' বহনকারী বিমানের নাম রাখা হয়েছিল তার পাইলট কর্নেল পল টিব্রেটস-এর মা 'এনলো গে'র নামে। ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোর আলামোগোর্দো মরু অঞ্চলে ট্রিনিটি পরীক্ষাকেন্দ্রে পারমাণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হয়। এই পুরো প্রক্রিয়ার মূল দায়িত্ব ছিল রবার্ট ওপেনহাইমারের হাতে। সভ্যতা ও মানবিকতার উপরে এই বীভৎসতম আক্রমণের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রে প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল নেহাত সন্দেহের বশেই। সন্দেহটি ছিল, হিটলারের জার্মানিতে পরমাণু অস্ত্র নিয়ে গবেষণা চলছে। নাৎসি আগ্রাসনে অনেক ইহুদি বিজ্ঞানী তখন আশ্রয় নিয়েছেন আমেরিকায়। তার মধ্যে ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন, নিলস বোর, লিও ঝালার্ডও। প্রধানত তাঁদের উদ্যোগে পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য মার্কিন সরকারকে চিঠি লেখা হয়। সেই চিঠিতেই সই করেন আইনস্টাইনও। এর জন্য 'ম্যানহাটন প্রকল্প'। এই প্রকল্পের শেষ পর্যায়ে ছিল 'ট্রিনিটি টেস্ট। কিন্তু ১৯৪৩-৪৪ সালেই আমেরিকা জেনে যায় জার্মানির কাছ কোনও পরমাণু বোমা নেই। আইনস্টাইন ও ঝালার্ড তখন পারমাণবিক বোমার ব্যবহার থেকে আমেরিকাকে নিবৃত্ত করতে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রুজভেল্ট মারা গেলেন ১৯৪৫-এর ১২ এপ্রিল। নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন ট্রুম্যান। পরমাণু বোমা নিক্ষেপ পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম হামলা হিসেবে তা চিহ্নিত হয়ে আছে। এই হামলায় চোখের পলকে জাপানের দু'টি শহর মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। হামলায় দিশেহারা হয়ে পরাজয় বরণ করে জাপান, জার্মানি ও ইতালির অক্ষশক্তি। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে তারা মিত্রশক্তির কাছে। সমাপ্তি ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও। হিরোসিমায় পরমাণু বিস্ফোরণই হল যুদ্ধের প্রথম হিংস্র মানবতার শিকার। গুঁড়িয়ে দেয় সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৫-এর আগস্টের ৬ তারিখে জাপানের হিরোসিমা নগরীতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ফলে যে ভয়াল ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তা বারে বারে আমাদের সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করেছিল পারমাণবিক বোমা। জাপানের আসাহি শিমবুনের এক হিসাবে বলা হয়েছে, বোমার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট মারাত্মক শারীরিক সমস্যার কারণে দুই শহরে চার লাখের মতো মানুষ মারা যায়। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন নিরীহ নাগরিক। নিরীহ, ঘুমন্ত অসহায় শিশু, নারী, পুরুষ, বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা ছাড়া কয়েক লাখ মানুষ চিরতরে পঙ্গুত্ব বরণ করে। পরমাণু বোমা হামলার পরের ফলাফলটিও জাপানের মানুষদের জন্য যথেষ্ট করুণ পরিণতি নিয়ে এসেছিল। দু'টি শহরের নব্বই শতাংশ ধ্বংস হয়ে যায় এই হামলার শিকার হয়ে। হাজার হাজার লোক আণবিক বোমার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়ে পঙ্গু ও অসুস্থ জীবনযাপন করে চলেছে। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরে মামার গিয়েছিলেন। যাঁরা বেঁচেছিলেন, বেঁচে থেকেও যেন তাঁরা ছিলেন জীবন্মৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তির জাপানিদের পরাজিত করার মতো যৌক্তিক কী কারণ থাকতে পারে যার জন্য পারমাণবিক বোমা ফেলে একটি দেশের লাখ লাখ নিরাপরাধ বেসামরিক লোককে হত্যা করা? কোনও যুক্তিতেই বোমা নিক্ষেপ গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে পড়ে না। তাই মানবতা বা সভ্যতার ইতিহাসে হিরোসিমা হামলা কলঙ্ক হিসেবেই বিবেচিত হবে চিরকাল। আর এই দিনটি উপলক্ষ্যে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয় বিশ্বের শান্তিকামী মানুষরা। ৯ আগস্ট, ঐতিহাসিক নাগাসাকি দিবস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকালে জাপানের হিরোসিমা শহরে 'লিটল বয়' এবং ৯ আগসট নাগাসাকি শহরে 'ফ্যাটম্যান' নামে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে সারা বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। আমেরিকার এই চরম নিষ্ঠুরতা দেখে যেন মুহূর্তের মধ্যে থমকে গিয়েছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু এত ধ্বংসযজ্ঞ, রক্তপাত, পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান এই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য কখনও অনুতাপ করেননি। জাপান আত্মসমর্পণের পিছনে এই বোমাবর্ষণের ভূমিকা এবং এর প্রতিক্রিয়া ও যৌক্তিকতা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে অধিকাংশের ধারণা এই বোমাবর্ষণের ফলে যুদ্ধ অনেক মাস আগেই সমাপ্ত হয়, যার ফলে পূর্ব-পরিকল্পিত জাপান আক্রমণ সংঘটিত হলে উভয় পক্ষের যে বিপুল প্রাণহাণি হত, তা আর বাস্তবে ঘটেনি। অন্যদিকে জাপানের সাধারণ জনগণ মনে করে এই বোমাবর্ষণ অপ্রয়োজনীয় ছিল, কেননা জাপানের বেসামরিক যুদ্ধ থামানোর জন্য গোপনে কাজ করে যাচ্ছিল। আমেরিকা কতটা হিংস্র যে হিরোসিমার ওপর বোমা বিস্ফোরণ করেও ক্ষান্ত হল না। পরমাণুর বীভৎসতা উপলব্ধি করেও আবার নাগাসাকি শহরের ওপর বোমা বিস্ফোরণ করল। হিরোসিমার যে স্থানের ওপর পারমাণবিক বোমাটি নিক্ষেপ হয়েছিল তার কাছেই হিরোশিমা প্রিফেকচারাল শিল্প উন্নয়ন ভবন। ভবনের মূল অংশ সহ অধিকাংশ এত বড় বিস্ফোরণেও অক্ষত থেকে গেছে। জাপানের মানুষরা এই গম্বুজকে সেনবাকু গম্বুজ বলে ডাকে, যার অর্থ পারমাণবিক গম্বুজ। পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে হিরোসিমা পিস মেমোরিয়াল আমেরিকার আপত্তি সত্ত্বেও ইউনেস্কো ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করে যা বিশ্ব শান্তির বার্তাই বহন করে চলেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

নাটকের গান পছন্দ নয়, তাই সটান প্রেক্ষালয় ত্যাগ

বিশেষ প্রতিবেদন।। দার্শনিক প্লেটোর মনে হয়েছিল, স্থির নক্ষত্রমণ্ডল আর অস্থির গ্রহদল নিয়ে তৈরি এই মহাবিশ্বলোক যেন এক সাঙ্গীতিক সুষমায় ভরা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের "স্ট্রিং থিয়োরি" অনুযায়ী, আমাদের এই বিশ্বলোকে রয়েছে অতি সূক্ষ্ম তার দিয়ে গড়া এক কেন্দ্রীয় বীণা। আর সমস্ত জীবজগতের সঙ্গে এই কেন্দ্রীয় বীণার সংযোগ চলেছে অজস্র কণার সৃষ্টি করা বিভিন্ন কম্পনে। সেই সংযোগের কথা অনুভব করেছেন কবি, দার্শনিকের দল। আর সুর তথা সঙ্গীত হল মানব-শরীরের সঙ্গে সমস্ত জগত অধিজগতের সেতু।

এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানার সুযোগ হয়নি বঙ্কিমচন্দ্রের। কিন্তু সঙ্গীত যে মানুষের জীবনের অমোঘ সঙ্গী, দুঃখের উপশম, প্রণয়ে- বিরহে- আনন্দে, রণ-সঙ্কেতে অনিবার্য তার ভূমিকা, সে কথা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ভিন্ন-ভিন্ন সামাজিক অবস্থানে থাকা অজস্র নারীচরিত্রের মধ্যে বার বার এনেছেন। আর সেটা করেছেন তাঁর সমকালের রক্ষণশীল ভদ্রসমাজে নারীর জন্য এই কৃষ্টি নিষিদ্ধ জেনেও। এখানেই তিনি ব্যতিক্রমী।

আশৈশব পারিবারিক সঙ্গীতচর্চার আবহে থাকা বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অসম্ভব সঙ্গীতপ্রিয়, বিশেষত রাগ-সঙ্গীতের অনুরাগী। ঈশ্বরদত্ত সুকণ্ঠের অধিকার না পেলেও ছাত্রসুলভ নিষ্ঠা নিয়ে কিছু কাল সঙ্গীতচর্চা করেছেন। সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাতেন। লয়-তান জ্ঞান ছিল অসাধারণ। ত্রিশ বছর বয়সে বিষ্ণুপুর ঘরানার যদুভট্ট তানরাজের কাছে বঙ্কিম মাসে পঞ্চাশ টাকা, মতান্তরে সত্তর টাকা গুরুদক্ষিণার বিনিময়ে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ভ্রামণিক জীবনে, যেখানে যা গান-পদ ভাল লেগেছে, সংগ্রহ করেছেন। অভিজাত বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান, আবাল্য বাংলার নিজস্ব ধ্রুপদী গান, কীর্তন, বৈঠকী গান শুনেছেন। এরই পরিণতিতে তাঁর উপন্যাসের নায়িকারাও স্বভাব-গায়িকা অথবা তালিমপ্রাপ্ত সঙ্গীতগুণী। গানের ব্যাপারে নিজে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। এক বার কলকাতার এক পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাঁর "মৃণালিনী" উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন কালে গিরিজায়া-রূপী কলাকুশলীর গাওয়া "বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে" গানটি বেসুরো মনে হওয়ায় বিরক্ত হয়ে স্থানত্যাগ করেন।

বস্তুত, সঙ্গীতপ্রিয়তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে চালিত করেছে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিমলা চরিত্রটিকে দরবারি সংস্কৃতিতে লালিত সুগায়িকা হিসেবে নির্মাণ করতে। বিমলা শিখেছে, বঙ্কিমের পছন্দ মতো রাগে নিবদ্ধ উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানি গান। সম্ভবত এটি উপন্যাসের প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। কারণ, প্রাচীন কালে রাজপরিবারে বা সম্ভ্রান্ত অবরোধে নৃত্য-গীতকে যে অনুশীলনযোগ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করা হত, তা অনেক পরে "সঙ্গীত" প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের জীবনকালে সাধারণত গৃহস্থ পরিবারের মেয়েদের সঙ্গীতচর্চায় নিষেধের গণ্ডি টানা ছিল। সমকালে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের মতো তাঁর পরিবারের কন্যা-বধূরা সঙ্গীতচর্চা করতেন কি না, সে তথ্য পাওয়া না গেলেও গৃহস্থ ঘরের নারীদের সঙ্গীতসাধনা সম্বন্ধে তাঁর খাঁটি এবং আন্তরিক অনুমোদন ছিল। "সঙ্গীত" ("বঙ্গদর্শন", ১২৭৯) প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, "যেমন রাজনীতি, ধর্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যের জানা উচিত, তেমনি শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীত-বিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার-রাজকুমারীদিগের অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যা দিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন।" বঙ্কিম ওই প্রবন্ধে আরও যা লিখেছিলেন, তার সারকথা, ঘরের মেয়ে-বৌরা সঙ্গীতনিপুণা হলে ঘরে সুখ-আনন্দ উপচে পড়ে, সাঙ্গীতিক পরিবেশের অভাবে বাড়ির পুরুষ পতিতালয়গামী হয়! যে বঙ্কিমচন্দ্র "বাঙ্গলার নব্য লেখকদের" যশের জন্য না লিখে, মানুষের মঙ্গলের জন্য লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই তিনি মানুষের কল্যাণে তাঁর সাহিত্যে নারীর সঙ্গীতচর্চা বা সঙ্গীতকে বার বার হাজির করেছেন। বিশ্বাস করেছেন, শরীরের সুস্থতা এবং শুশ্রূষার জন্যও গানের প্রয়োজন। সঙ্গীতের প্রয়োজন আছে অন্তঃপুরে বন্দি, ভদ্রঘরের নারীর জীবনে, বোষ্টমী-ভিখারিনি, বারাঙ্গনার জীবনেও। তাঁর উপন্যাসে সঙ্গীতের ব্যবহার কোনও প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়, নারী-অন্তরের সহজ-স্বাভাবিক দাবিতে অথবা কাহিনির অভ্যন্তরের গোপন তথ্য উদ্ঘাটনের দায়েই তার প্রকাশ।

"কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে স্বেচ্ছাচারিণী, যথেচ্ছ গমনে অভ্যস্ত মতিবিবিকে চরিত্রের প্রয়োজনে নৃত্য-গীতের পাঠ দিয়েছেন আগ্রায়। "মৃণালিনী" উপন্যাসে অশেষ সঙ্গীতপ্রিয় বঙ্কিমের নায়িকা মৃণালিনী মূলত গানের মুগ্ধ শ্রোতা আর সারা ক্ষণ গান গায় এক সঙ্গীতনিষ্ঠ ভিখারিনি গিরিজায়া। এলিটিস্ট ধ্রুপদী গান নয়, প্রাচীন পদাবলি, কীর্তন, তান-আলাপ বর্জিত বাংলার গ্রামীণ লোকগীতি। উপন্যাসে দশটি গানই গেয়েছে গিরিজায়া। আর স্বামী-পরিত্যক্তা বিরহতাপিত গৃহস্থ-কন্যা মৃণালিনীর কণ্ঠে মাত্র দু'টি গান। শরীর ও মনের শক্তি জোগায় সুর, এ তথ্য এখন আধুনিক বিজ্ঞান-মান্য। যুগের তুলনায় এগিয়ে থাকা বঙ্কিমের মনেও কি এমন ভাবনা ছিল না? ষোলো বছর বয়সে ব্রজবুলি ভাষায় "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী" রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এর অনেক আগেই বঙ্কিম "মৃণালিনী"-তে ব্রজবুলি ভাষায় গান লিখেছিলেন বঙ্কিম-বিশেষজ্ঞদের মতে, জয়জয়ন্তী রাগে "মথুরাবাসিনি মধুরহাসিনি শ্যামবিলাসিনি রে" গানটিতে ব্রজবুলি ভাষার ছায়া রয়েছে। এ উপন্যাসের "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে" গানটিতে সুরারোপ করেন রবীন্দ্রনাথের ভাগনি, সঙ্গীতজ্ঞা সরলাদেবী চৌধুরাণী। সরলাদেবী "জীবনের ঝরাপাতা" বইতে লিখেছেন, "এমন দিন ছিল যখন এই বাঙায় ভদ্র পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সঙ্গীত-চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল।" সরলার জন্ম ১৮৭২-এ, যখন বঙ্কিম তাঁর "সঙ্গীত" বিষয়ক প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। সে প্রবন্ধে বঙ্কিম যতই লিখুন, "বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্র পৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদিগের অসভ্যতার চিহ্ন," নিজের লেখা উপন্যাসে সাহস করে সেই ভাবনার প্রয়োগ সব সময় করতে পারেননি। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ্যে গৃহস্থ ঘরের কন্যা বা বধূদের গান গাইতে দেখাতে পারেননি তিনি। বাস্তবে তখন বাংলাদেশে প্রকাশ্যে গান গাইত বৈষ্ণবী, ভিখারিনি অথবা "কুলটা" নারীরা। তাই "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসে সূর্যমুখী, কমলমণি, কুন্দরা গান শুনতে ভালবাসলেও গান গায় না। তাদের সঙ্গীততৃষ্ণা মেটাত অন্দরমহলে অথবা বাসরঘরে মহিলা মজলিশের গান, হরিদাসী বোষ্টমীর গাওয়া অগভীর, এক বিশেষ যুগের কবিগান। পুরনারীদের সঙ্গীতরুচি ছিল। হরিদাসীর গাওয়া গান, "কাঁটাবনে তুলতে গেলাম কলঙ্কের ফুল" শুনে সূর্যমুখী বলেছে, " ও সব গান আমার ভাল লাগেনা, গৃহস্থবাড়ির গান গাও।"

উপন্যাসের চরিত্রের ক্রমপরিচয় দেওয়ার তাগিদে বঙ্কিমচন্দ্র জাল-বৈষ্ণবীর গলায় প্রথমে উঁচু দরের কীর্তনাঙ্গের গান, পরে ঢপ ও সব শেষে বাগানবাড়ির গান বসিয়েছেন। বালবিধবা গৃহপরিচারিকা হীরাকেও সুপ্ত বাসনার প্রকাশের দায়ে খেমটা-গান গাইয়েছেন। চিত্তবিনোদন অথবা গুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও, গান নারীর দুঃখ-লাঞ্ছিত জীবনে উপশম হয়ে উঠেছে। তার প্রমাণ "ইন্দিরা" উপন্যাসের গৃহস্থ ঘরের বধূ ইন্দিরা। সে নিজে গান করে না, কিন্তু জীবনে ঘোরতর দুর্যোগের সামনে দাঁড়িয়েও মনে করতে পেরেছে বাল্যে শোনা একটি প্রাচীন গান। দু'টি বালিকার কণ্ঠে মিষ্টি, সরল ভাষায় "মল বাজানোর গান" বা "জোয়ারের জলের গান" শুনে দস্যুদের কাছে সর্বস্বান্ত হওয়া স্বামী-বিচ্ছিন্না ভরা যুবতী ইন্দিরার মন শান্ত হয়েছে।

"কৃষ্ণকান্তের উইল"-এ গৃহবধূ ভ্রমর গান করে না। করে ওস্তাদের কাছে তালিম নেওয়া কুলটা বিধবা পল্লিবালা রোহিণী। কুলটা বিধবার সঙ্গীতশিক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক বিধি বিচ্যুতির ভয় পাননি। এখানেই এক জন লেখকের ধর্মসঙ্কট।

কুলবধূদের মুখে প্রথমে সঙ্গীত না শোনালেও "চন্দ্রশ

জনতা দর্শনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী, সমস্যা সমাধানের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

গোরখপুর, ১৩ আগস্ট(হি.স) : গোরখপুর সফরের দ্বিতীয় দিনে আজ, রবিবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জনতা দর্শন কর্মসূচিতে যোগদানকারী মানুষদের দুঃখ-কষ্টের কথা শোনেন। তিনি তাদের সমস্ত সমস্যার কথা শুনে ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন।

উল্লেখ্য, শনিবার গোরখপুরে পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এরপর বহু প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী প্রায় ১২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইথানল প্ল্যান্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এই ইথানল প্ল্যান্টটি কার্যকর হলে এক হাজার যুবকের কর্মসংস্থান হবে বলে সূত্রের তরফে জানানো হয়েছে। রবিবার জনতা দরবার আয়োজনের পর মুখ্যমন্ত্রী যোগীর 'হর ঘর তেরঙ্গা' প্রচার অভিযান শুরু করার কর্মসূচি রয়েছে। গোরখনাথ মন্দির থেকে তিনি এই কর্মসূচি শুরু করবেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে, মন্দির চত্বরে আয়োজিত জনতা দর্শন কর্মসূচির অংশ হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনে তিনি সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রত্যেককে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশ্বাস দেন। জনতা দরবারে ভিকটিমদের ব্যাপক ভিড় দেখা গেছে। সমস্যার কথা শোনার পর যোগী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তা সমাধানের নির্দেশ দেন।

'হর ঘর তেরঙ্গা' প্রচার শুরু করার পরে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী, মতিরাম আড্ডায় একটি বিশাল গুদামের উদ্বোধন করবেন। এই গুদামটি প্রায় ১.২৩ লক্ষ বর্গফুট জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। গুদাম প্রকল্পে ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে প্রায় ১ হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। গুদামটি নির্মাণ করেছে মেসার্স শ্রী অ্যাসোসিয়েটস।

দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির পুজো দিলেন নাড্ডা, সবার মঙ্গল কামনায় করলেন প্রার্থনা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পুজো দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার সকালেই দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে পৌঁছন নাড্ডা, অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মা কালীর পূজার্চনা করেছেন তিনি। মা কালীর কাছে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন নাড্ডা। আরতিও করেছেন তিনি।

পুজো দেওয়ার পর নাড্ডা বলেছেন, 'মা কালীর কাছে আমি প্রার্থনা করেছি, আমাদের জনগণ ও আমাদের দলকে শক্তি দেওয়ার জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি আমি, যাতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমরা ""মা ভারতীর"" সেবায় নিবেদিত হতে পারি।'

আজাদি কা অমৃত মহোৎসব চলাকালীন সমগ্র দেশে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী : অমিত শাহ

আহমেদাবাদ, ১৩ আগস্ট (হি.স.): গুজরাটের আহমেদাবাদে 'তিরঙ্গা র‍্যালির' সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার সকালে আহমেদাবাদে 'তিরঙ্গা র‍্যালির' সূচনা করার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব চলাকালীন সমগ্র দেশে দেশপ্রেমের অনুভূতি জাগানোর চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, '২০২৩-এর ১৫ আগস্ট ""আজাদি কা অমৃত মহোৎসব"" সমাপ্ত, কিন্তু একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন ২০২৩-এর ১৫ আগস্ট থেকে ২০৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত, আমরা ""আজাদি কা অমৃত কাল"" উদযাপন করব। স্বাধীনতার ৭৫ বছর থেকে ১০০ বছর পর্যন্ত ভারতকে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ করার জন্য আমরা বছরের পর বছর প্রচেষ্টা চালাব।'

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাটে ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে ঢোলাহাট থানার অন্তর্গত মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ভগবানপুর হালদারপাড়া এলাকায় ড্রামভর্তি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। পঞ্চায়েত নির্বাচন সমাপ্ত হলেও লাগাতার বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ির পেছনে এই বোমা ভর্তি ড্রাম বস্তাচাঁপা অবস্থায় পড়েছিল। এলাকার মানুষের সন্দেহ হওয়ায় বস্তা তুলে দেখেন তার মধ্যে রয়েছে ড্রাম ভর্তি বোমা। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ঢোলাহাট থানার পুলিশকে।

কোথা থেকে এলো বোমা, কেইবা রেখেছিল এই বোমা গুলি, তা ইতিমধ্যেই তদন্ত করে দেখছে ঢোলাহাট থানার পুলিশ। পুলিশ বোমা গুলি উদ্ধার করেছে। কিছুদিন আগেই রাতের অন্ধকারে টোটো চালিয়ে ড্রাম ড্রাম বোমা পাচারের সময় দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে ধরে ফেলে এলাকার মানুষজন। এরপর আবারও ভগবানপুর এলাকায় ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

অন্যায় করলে আমার ছেলেও শাস্তি পাক, যাদবপুর-কাণ্ডে বললেন ধৃতের বাবা

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : ছেলে যদি দোষ করে থাকে তবে তাঁর শাস্তি পাওয়া উচিত। এমনটাই বললেন যাদবপুর কাণ্ডে ধৃত দীপশেখরের মা-বাবা। যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় সৌরভ চৌধুরী গ্রেফতার হয়েছেন আগেই। এরপর রবিবার ভোররাতে গ্রেফতার হন আরও দুই পড়ুয়া। একজন দীপশেখর দত্ত (১৯) ও মনোতোষ ঘোষ (২০)। সৌরভের গ্রেফতারির পর তাঁর বাবা-মা কার্যত ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, মা-কে ফোন করে তিনি জানিয়েছিলেন সৌরভ নির্দোষ। তিনি কারোর র‍্যা গিং করেননি। ছেলের গ্রেফতারি মেনেই নিতে পারেননি পরিবার। তবে দীপশেখরের মা-বাবা চাইছেন দোষীদের শাস্তি তা সে যদি নিজের ছেলেও হয় না কেন!

ধৃত দীপশেখর দত্তর বাড়ি বাঁকুড়ায়। বাবা মধুসূদন দত্তর জমি-জায়গার কারবার রয়েছে। মা গৃহবধূ। বাঁকুড়ারই বেসরকারি স্কুলে পড়াশোনা দীপশেখরের। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর অর্থনীতি নিয়ে দ্বিতীয়বর্ষে ভর্তি হন তিনি। দীপশেখরের বাবা মধুসূদন দত্ত বলেন, "র‍্যাগিংয়ের ব্যাপারে ছেলে কোনওদিন বলেনি। কিন্তু ছেলের চেহারা দেখে বোঝা যেত র‍্যাগিং হয়েছিল। তবে এই সবের জন্য সম্পূর্ণ দায়ি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ওরা জেনে শুনেও কোনও পদক্ষেপ করেনি। প্রকৃত দোষী শাস্তি পাক। আমার ছেলে হলেও সে শাস্তি পাক। আজ যদি আমার ছেলের সঙ্গেও এই একই কাজ হত, তাহলে আমিও চাইতাম দোষীদের যেন শাস্তি হয়।"

অপরদিকে, দীপশেখরের মা সঙ্গীতা দত্ত বলেন, "আমি চাই সঠিক তদন্ত হোক। দোষীরা যেন শাস্তি পায়। একটা মায়ের বুক থেকে ছেলে চলে গিয়েছে। তার কী কষ্ট আমরা বুঝি। আর যেন এই জিনিস না হয়। আর র‍্যাগিং তো যাদবপুরে বংশ পরম্পরায় চলে আসছে।"

সঙ্গীতা দেবী আরও বলেছেন, ঘটনার দিন দীপশেখর তাঁকে ফোনে জানিয়েছিলেন যে স্বপ্নদীপকে র‍্যাগিং করা হয়েছে। পুলিশের কাছে লিখিত একটি অভিযোগ জানাবেন বলেও ঠিক করেছিলেন তাঁর ছেলে। সঙ্গীতা দত্ত বলেন, "আমি ওকে বললাম এই সব আইনি ঝামেলায় না জড়াতে। এখন পুলিশই ওকে ফাঁসিয়ে দিল।"

প্রসঙ্গত, গত বুধবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডু।

রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করেছে পাকিস্তান

করাচি, ১৩ আগস্ট(হি.স) : শোধন প্রক্রিয়ার পর পেট্রোলের চেয়ে বেশি ফার্নেস তেল উৎপাদনের ফলে আপাতত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে পাকিস্তান। সূত্রের তরফে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

সূত্র মারফত আরও জানা গিয়েছে, রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল আমদানির সুবিধা সীমিত ছিল। সেই কারণেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১১ জুন এবং ২৬ জুন রাশিয়া থেকে দুটি অপরিশোধিত তেলের জাহাজ করাচি বন্দরে পৌঁছেছিল। এরপর রাশিয়ার কোনো তেলবাহী জাহাজ পাকিস্তানে আসেনি।

হর ঘর তিরঙ্গা : সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিপি রাঙিয়ে তুলুন তেরঙায়, আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

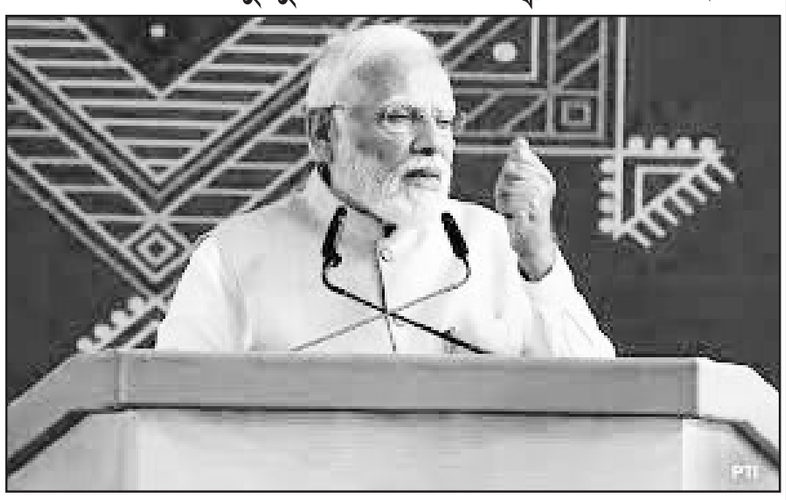

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অধীনে ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট বেশ কিছু কর্মসূচি হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই সময়ে নিজস্ব বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের আহ্বানও জানানো হয়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহ্বান জানিয়েছেন, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিপি রাঙিয়ে তুলুন তেরঙায়।

প্রধানমন্ত্রীর বিশ্বাস, এতে দেশবাসীর মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় হবে।

রবিবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইটে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের মনের কথা তুলে ধরে লেখেন, 'হর ঘর তিরঙ্গা আন্দোলনের চেতনায়, আসুন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলির ডিপি পরিবর্তন করি এবং এই অনন্য প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি যা আমাদের প্রিয় দেশ এবং আমাদের মধ্যে বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করবে।'

কাশ্মীরে তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করলেন মনোজ সিনহা, ডিজিপি বললেন আমরা গর্বিত

শ্রীনগর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অধীনে কাশ্মীরে তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে, রবিবার সকালে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শ্রীনগরের ডাল লেকের তীরে এসকেআইসিসি থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করেন মনোজ সিনহা। মিছিলেও পা মেলান তিনি।

তিরঙ্গা মিছিলে অংশ নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং বলেছেন, ""তিরঙ্গা মিছিলের অংশ হওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করছি। গত বছরের চেয়ে এবারের মিছিল অনেক বড় ছিল। আমরা দেশের শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে চাই। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার নেতৃত্বে তিরঙ্গা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা কাশ্মীরে, চলছে প্রখর নজরদারি

শ্রীনগর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। শ্রীনগর থেকে বারামুল্লা, জম্মু থেকে অনন্তনাগ জম্মু ও কাশ্মীরের সর্বত্রই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সিআরপিএফ-এর আইজি অজয় কুমার যাদব বলেছেন, কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, সমস্ত প্রস্তুতি শেষ। বাহিনী সতর্ক রয়েছে এবং যে কোনও পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

রবিবার সকালেই শ্রীনগরে তিরঙ্গা মিছিলে অংশ নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং বলেছেন, ""তিরঙ্গা মিছিলের অংশ হওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করছি।

গত বছরের চেয়ে এবারের মিছিল অনেক বড়। আমরা দেশের শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে চাই। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।' এডিজিপি বিজয় কুমার বলেছেন, উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহার নেতৃত্বে তিরঙ্গা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে পদ্মা সেতুর কাছে বঙ্গবন্ধুর মূর্তি স্থাপন করা হবে

ঢাকা, ১৩ আগস্ট(হি.স) : বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর ঠিক পাশেই স্থাপন করা হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূর্তি। এজন্য শিবচরের (মাদারীপুর) পুরাতন বোট জেটির পাশের কাঁঠালবাড়িকে নির্বাচন করা হয়েছে।

কাঁঠালবাড়িতে মূর্তির কাছে একটি জাদুঘরও হবে বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে। শনিবার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক চিফ হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ তিনি ওই স্থানটি পরিদর্শনে যান। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে এই মূর্তিটি অনেক আগেই স্থাপন করা উচিত ছিল। দেরি হওয়ার জন্য তিনি সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এই মূর্তিটি হবে আন্তর্জাতিক মানের। এটি পর্যটকদের আকর্ষণ করবে। তিনি বলেন, পদ্মাসেতু জাতির গর্বের প্রতীক। এখানে মূর্তি স্থাপনের ফলে এই সেতুর গুরুত্ব আরও বাড়বে।

বেগুসরাই জেলায় উপপ্রধানকে গুলি করে হত্যা, তদন্ত শুরু পুলিশের

বেগুসরাই, ১৩ আগস্ট (হি.স) : বেগুসরাই জেলায় উপপ্রধানকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে, বিহারের বেগুসরাই জেলার রুদৌলি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এলাকায়। ওই এলাকার উপ-প্রধান অজয় কুমার পাসওয়ানকে শনিবার রাতে ভরোল গ্রামে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ। বছওয়াড়া থানার সূত্রে এই তথ্য জানানো হয়েছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, রাতের খাবার খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিলেন অজয় কুমার। তখন কয়েকজন তাকে ঘিরে ধরে গুলি চালায়। পুলিশ জানিয়েছে, গত মাসে ঝাড়খণ্ডে খুন হন অপরাধী মনু। এতে উঠে আসে অজয়ের নাম। তারফলে উপপ্রধান অজয়কে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মোদী সরকার দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অসুস্থ করে তুলেছে : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার খাড়গে অভিযোগ করেছেন, মোদী সরকার দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ""অসুস্থ"" করে তুলেছে। খাড়গে অভিযোগ করেছেন, এমনকি এইমস সুবিধাগুলিও ডাক্তার এবং কর্মীদের অভাবে ভুগছে। কংগ্রেস প্রধান আরও দাবি করেছেন, মানুষ জাগ্রত হয়েছে এবং মোদী সরকারের 'বিদায়'-এর সময় এসেছে। তিনি একটি মিডিয়া রিপোর্টও উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে দেশের ১৯টি এইমস-এ ডাক্তার এবং কর্মীদের অভাব দেখা দিয়েছে।

ছত্তিশগড়ে ভূমিকম্প, বহু বাড়ির দেওয়ালে সামান্য ফাটল

রায়পুর, ১৩ আগস্ট(হি.স) : ছত্তিশগড়ে রবিবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলার পাসান এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয় বলে সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে।

ওই এলাকায় রবিবার সকালে হঠাৎ মাটি কেঁপে ওঠায় এলাকার মানুষদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। ভূমিকম্পের কারণে ওই এলাকার অনেক বাড়ির দেওয়ালেও ফাটল দেখা দিয়েছে।

কোরবা জেলার পাসানের পাশাপাশি প্রতিবেশী গোরেলা

শিমলায় পুরোহিত খুন, মন্দিরের কাছে মৃতদেহ উদ্ধার

শিমলা, ১৩ আগস্ট(হি.স) : শিমলায় এক মন্দিরের পুরোহিতকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। রাজধানী শিমলার ধলি থানার অন্তর্গত কান্তি গ্রামের ভুতেশ্বর মন্দিরের পুরোহিত সুনীল দাসকে (৫৯) খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুরোহিত সুনীল দাস মূলত মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা ছিলেন। সূত্রের তরফে জানা গিয়েছে, তিনি প্রায় দুই বছর ধরে মন্দির চত্বরের একটি ঘরে থাকছিলেন। গত ৮ আগস্ট থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। শিমলার এসপি সঞ্জীব গান্ধী সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

এসপি আরও জানান, শনিবার মন্দির থেকে ১৫ মিটার দূরের একটি ঝোঁপ থেকে সুনীল দাসের দেহ উদ্ধার করা হয়। পুরোহিতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও পুলিশ জানিয়েছে। ফরেন্সিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। লাঠিপেটা করে পুরোহিতকে খুন করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই মন্দিরটি নির্জন স্থানে রয়েছে। এর আশেপাশে এক কিলোমিটার পর্যন্ত কেউ বসবাস করে না। মন্দির চত্বরে সিসিটিভিও বসানো নেই। এসপি গান্ধী জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খুনের তদন্ত শুরু হয়েছে। খুনিরা দ্রুতই শাস্তি পাবে বলে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডে ১৭ আগস্ট বৃষ্টির জন্য সতর্কতা জারি, ২টি জাতীয় সড়ক সহ ১৫৮টি রাস্তা অবরুদ্ধ

দেহরাদুন, ১৩ আগস্ট(হি.স) : উত্তরাখণ্ডে অতিবৃষ্টি ও বিপর্যয়ের কবলে পড়া মানুষ বৃষ্টি থেকে স্বস্তি পাচ্ছেন না এখনই। রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জন্য ১৪ আগস্ট পর্যন্ত জন্য লাল, কমলা সতর্কতা এবং ১৭ আগস্ট পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

এই সতর্কতা সম্পর্কে সমস্ত জেলা আধিকারিক এবং বিপর্যয় বিভাগকে সতর্ক করা হয়েছে। বৃষ্টির প্রকোপ আরও অব্যাহত থাকবে বলেও আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। রাজ্য জুড়ে ২টি জাতীয় এবং ২টি সীমান্ত রাস্তা সহ মোট ১৫৮টি রাস্তা অবরুদ্ধ রয়েছে। দেরাদুনসহ রাজ্য জুড়ে শনিবার গভীর রাতে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল এবং রবিবার বিকেল পর্যন্ত সেই বৃষ্টি চলছে। আকাশ পুরোপুরি মেঘে ঢেকে রয়েছে। অবিরাম বর্ষণে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আবহাওয়ায় শৈত্যপ্রবাহ বজায় রয়েছে। টানা বৃষ্টির কারণে রাস্তা বন্ধ ও খোলার প্রক্রিয়া চলছে। বৃষ্টির কারণে রাস্তা খুলতে সমস্যা হচ্ছে।

আবহাওয়া দফতরের জারি করা পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ, রবিবার এবং ১৪ আগস্ট পর্যন্ত দেহরাদুন, পাউরি গাড়ওয়াল, তেহরি গাড়ওয়াল, চম্পাওয়াত, নৈনিতাল, উধম সিং নগর জেলাগুলিতে বজ্রপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। হরিদ্বার জেলায় হলুদ সতর্কতা এবং কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

১৪ আগস্ট পর্যন্ত উত্তরকাশী, চামোলি, রুদ্রপ্রয়াগ, পিথোরাগড়, বাগেশ্বর এবং আলমোড়ার হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন বজ্রপাতসহ তীব্র থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য ১৫ থেকে ১৭ আগস্ট রাজ্য জুড়ে সমস্ত জেলায় একটি হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হচ্ছে, যাদবপুরকাণ্ডে রহস্যের দ্রুত সমাধান হবে : পুলিশ কমিশনার

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যুরহস্যের কিনারা হবে শীঘ্রই, জানালেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। রবিবার এ কথা জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে পুলিশ।

রবিবার কলকাতার রেড রোডে বিনীত সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, "যাদবপুরের ঘটনায় রবিবার দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগে আরও এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চলছে। এক জন ডিসি পদমর্যাদার আধিকারিক সর্ব ক্ষণ তদন্ত প্রক্রিয়ার তদারকি করছেন।" তিনি আরও বলেন, "ইতিমধ্যে মৃত ছাত্রের ময়নাতদন্ত হয়েছে। তার ভিডিওগ্রাফিও করা হয়েছে। আমরা দ্রুত তদন্ত শেষ করতে পারব বলেই আশা করছি।"""""" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষা মহল। সরব হয়েছে রাজনৈতিক মহলও। দোষীদের শাস্তি চাইছে সমস্ত মহল। ইতিমধ্যেই ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে একাধিক রাস্তা ধসে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

শিমলা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশে আবারও বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। গত জুন মাস থেকে এই পাহাড়ি রাজ্যটি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। মাঝে বৃষ্টি কিছুটা কমেছিল। কিন্তু আগস্টে আবার পুরনো চেহারায় ফিরেছে বর্ষা। গত কয়েক দিন ধরে ভারী বৃষ্টি হচ্ছে হিমাচলের একাধিক এলাকায়। আগামী বেশ কয়েক দিন আবহাওয়ার উন্নতি হবে না। বরং বাড়তে পারে বৃষ্টির দাপট। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে একাধিক শহরে। কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে হিমাচল প্রদেশের পরিস্থিতি। মুষলধারে বৃষ্টিতে যেন ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে প্রকৃতি। রুদ্রমূর্তি ধারণ করে তোলপাড় চালাচ্ছে বিপাশা নদী। বিপদসীমা অতিক্রম করেই প্রবল বেগে ধাবমান সে। হিমাচল প্রদেশের মান্ডিতেও বন্যার মতো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। রবিবার শিমলার দুধলি এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তুতি চূড়ান্ত, দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজের মহড়া

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : আর দু""দিন পরেই গোটা দেশ ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের করবে। ১৫ আগস্টের সকালে প্রথামত দেশের প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লার প্রাচীরে তেরঙ্গা উত্তোলন করবেন এবং তারপরেই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন তিনি। ঠিক এই সময় দেশের স্বাধীনতা দিবসকে স্মরণ করে একটি কুচকাওয়াজ-এর আয়োজন করা হয়। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে সমগ্র অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বাহিনী স্বাধীনতা দিবসের

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দেহের মৃত কোষ সরিয়ে ফেলবে আবার রোমের ঘনত্ব কমিয়ে আনবে

কেতাদুরস্থ পশ্চিমী পোশাক পরতে ভালবাসেন। কিন্তু দেহের অবাঞ্ছিত রোম এবং অনুজ্জ্বল ত্বকের জন্য তা পরার সাহস দেখাতে পারেন না। রোম পরিষ্কার করার জন্যে নিয়মিত ওয়াক্স করাতে হয়। আর ত্বকের জেল্লা ফেরাতে নিয়মিত স্ক্রাব। কিন্তু মুশকিল হল, ব্যস্ত রুটিন থেকে সময় বার করে এত কিছু করাবেন যে সে সময় কোথায়!

আচ্ছা, এমন কিছু কি রয়েছে যা গায়ে ঘষলে মরা কোষও উঠে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে? যাঁরা রূপচর্চা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তাঁদের মতে, এমন কিছু স্ক্রাব রয়েছে যা ব্যবহারে এই দুই সমস্যারই সমাধান সম্ভব।

১) চিনির স্ক্রাব-গায়ে মাখার যে কোনও তেলের সঙ্গে চিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ নিয়মিত ব্যবহার করলে ত্বকের জেল্লা যেমন ফিরে আসে, তেমনই রোমের ঘনত্ব কমতে থাকে।

২) কফির স্ক্রাব -বৃষ্টি বাদলাতে মাঝে মধ্যেই কফির কাপে চুমুক দিতে ইচ্ছে করে। সেই কফিই নারকেল তেলের সঙ্গে খানিকটা মিশিয়ে নিন। স্নানের আগে এই মিশ্রণ সারা দেহে মেখে রেখে দিন। ত্বক থেকে রোদে পোড়া দাগ, ছোপ সরিয়ে ফেলতে এবং রোম তুলতে সাহায্য করে এই উপাদান।

৩) ওটমিল স্ক্রাব- টক দইয়ের সঙ্গে ওটমিলের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এ বার সারা গায়ে মেখে কিছু ক্ষণ রেখে দিন। শুকিয়ে গেলে হালকা হাতে ঘষতে থাকুন। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বকের জেল্লা ফিরে আসবে এবং রোমের ঘনত্বও কমবে।

৪) সৈন্ধব লবণের স্ক্রাব-চিনির বদলে তেলের সঙ্গে মেশানো যায় সৈন্ধব লবণও। একই ভাবে কাজ করবে।

৫) চাল গুঁড়োর স্ক্রাব- কোরিয়ান প্রসাধনীর অন্যতম একটি উপাদান হল চাল বা ভাত। টক দইয়ের সঙ্গে চালের গুঁড়ো দিয়ে বানিয়ে নিন স্ক্রাব। ত্বক থেকে ট্যান তুলতে এবং রোমের ঘনত্ব কমাতে সাহায্য করে এই মিশ্রণ।

কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি

মাছের স্বাদ যেমনই হোক বর্ষাকালে বাড়িতে ইলিশ আসবে না তা কী করে হয়? খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা, বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল, সর্ষের ঝাল সবই তো খেয়েছেন। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া কাসুন্দি ইলিশের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। ওই পদটি তৈরি করবেন বলেই বাজার থেকে মস্ত একটি ইলিশ আর কাসুন্দির শিশি কিনেছেন।

ভাজা খাবারের সঙ্গে কাসুন্দি খেয়েছেন বহুবার। কিন্তু কাসুন্দি দিয়ে ইলিশ রান্না করবেন কী করে? চিন্তা নেই। রইল কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি।

উপকরণ

ইলিশ মাছ-৬ টুকরো,কাসুন্দি-১/২ কাপ,হলুদ গুঁড়ো-১/৪ চা চামচ, সর্ষের তেল-১/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা-৪,৫টা,নুন-স্বাদ মতো

প্রণালী-১) একটা বড় কড়াইতে কাসুন্দি, তেল, নুন ও হলুদ একসঙ্গে নিয়ে ইলিশ মাছের টুকরোয় মাখিয়ে নিন। ২) এর উপরে কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ মাখিয়ে রেখে দিন। ৩) এরপর একটি টিফিন বাক্সে কাসুন্দি মাখানো মাছগুলি রেখে দিন। ৪) এ বার কড়াইতে জল গরম করতে দিন। মাছ ভরা বাক্সটি ওই ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দিন। ৫) মিনিট ১৫ পরে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাসুন্দি ইলিশ।

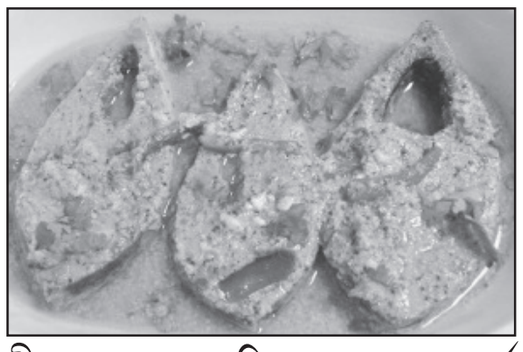

হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে চুলের সমস্যা সমাধান করা যায়

ঘরের আনাচ-কানাচে, শৌচাগারের মেঝেতে, এমনকি রান্না করা খাবারের মধ্যেও চুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল আর কিছুতেই মাথায় থাকছে না। ইতিমধ্যেই নানা রকম তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করে দেখেছেন। সে সব মেখে কোনও কাজই হয়নি। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে, চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই স্পা করান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই চুলের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা যায়।

১) মধু-চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে মধু। রুক্ষ, ডগাফাটা চুলের যত্নে মধু ব্যবহার করাই যায়।

২) নারকেল তেল-ডগা ফাটার সমস্যায় দারুণ উপকারী নারকেল তেল। তা ছাড়া মাথার ত্বকে কোনও প্রকার সংক্রমণ হলে, তা-ও রোধ করতে পারে এই তেল।

৩) অ্যাভোকাডো- চুলে আর্দ্রতা বজায় রাখতে, চুলকে আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। চুলে জেল্লাও বজায় রাখে অ্যাভোকাডো।

৪) ডিম- প্রোটিন এবং বায়োটিন এই দু'টি উপাদান চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমে এই দু'টি উপাদানই রয়েছে। চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে ডিম।

৫) কর্নফ্লাওয়ার-শ্যাম্পু করার পরেও মাথার ত্বক তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে কর্নফ্লাওয়ারে। চুলের জন্য ঘরোয়া কোনও প্যাকে মেশাতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। অথবা কোথাও বেরোনোর আগে চুলের তেল কাটাতে পাউডারের মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারেন।

৬) দই-মাথার ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করে দই। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে দই।-৭) কলা খুশকি দূর করতে সাহায্য করে এই ফল। চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে কলা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে কোনও তিনটি বেছে নিন। এ বার সেগুলি ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিন্তু এই মিশ্রণ চুলে মাখার আগে চুল ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। যে কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে খানিক ক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। আধ শুকনো অবস্থায় এই মিশ্রণ মাথার ত্বক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। তবে খেয়াল রাখবেন মাথার ত্বকে বা চুলের মধ্যে এই মিশ্রণের কোনও অংশ যেন আটকে না থাকে।

ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না

পর্যাপ্ত ঘুমোলে শুধু শরীর নয়, সুস্থ থাকে ত্বকও। ঘুমের সঙ্গে ত্বক ভাল রাখার সম্পর্ক অনেক গভীর। এমনিতেই ঘুম কম হলে তার প্রভাব পড়ে ত্বকের উপর। ত্বকের ঝলমলে ভাব বজায় থাকে তখনই, যখন ঘুম ভাল হয়। তবে ত্বকের খেয়াল রাখতে শুধু ঘুমোলেই হবে না। ঘুমোনোর ভঙ্গিও সঠিক হতে হবে। ভুল ভঙ্গিতে ঘুমোলে ত্বকের গ্রন্থিগুলি ঠিকঠাক অক্সিজেন পায় না।

ত্বক ভিতর নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। ত্বকে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। ঘুমোনোর সময় কোন অভ্যাসগুলি এড়িয়ে চললে ত্বক ভাল থাকবে?

উপুড় হয়ে শোওয়া অনেকেই এই ভাবে ঘুমোতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তবে ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য এই ভঙ্গি মোটেই ভাল নয়। বালিশে মুখ গুঁজে শোয়ার ফলে মুখের ত্বকেও অক্সিজেন একেবারেই পৌঁছয় না। রক্ত সঞ্চালনের মাত্রাও ঠিক থাকে না এই ভঙ্গিতে। চোখের তলায় ফোলা ভাব, ত্বকের গ্রন্থিগুলি বুজে যাওয়া সহ একাধিক সমস্যা হতে পারে এই ভঙ্গিতে ঘুমোলে।

বালিশ জড়িয়ে ঘুমোনোর অভ্যাস পাশ ফিরে বালিশ জড়িয়ে ঘুমোতে অনেকেই অভ্যস্ত। কিন্তু এর ফলে ত্বকে দাগ ও চুলকানির সমস্যা হতে পারে। বালিশে অনেক সময় ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তাই বালিশে একটি পরিষ্কার কভার পরিয়ে ঘুমোনোই ভাল। না হলে রাতে কোনও ক্রিম মেখে শুলে সেটাও লেগে যেতে পারে বালিশে।

পাশ ফিরে ঘুমোনো ত্বক ভাল রাখতে এই ভঙ্গিতেও ঘুমোতে পারেন। এতে ত্বকের ক্ষতি কম হয়। তবে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ত্বকে কোনও ক্রিম মাখলে সেটা বালিশে লেগে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে এক পাশে খুব চাপ দিয়ে শুলে মুখের এক পাশে বলিরেখা ও ত্বক কুঁচকে যাওয়ার মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

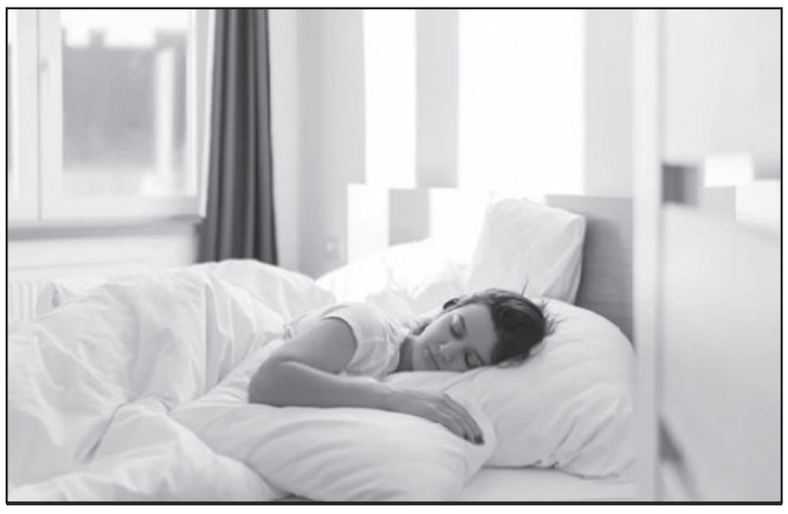

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব

জীবনের অন্যতম রঙিন সময় হল স্কুল-পর্ব। পড়াশোনা, মজা, দুষ্টুমিতে ভরে থাকে এই সময়টা। স্কুলের নানা অভিজ্ঞতা সারা জীবন স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করে। নিজেদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতি হাতড়ে বাবা-মায়েরাও এটাই আশা করেন যে, তাঁদের সন্তানরাও স্কুলে পড়ার এই সময়টা উপভোগ করবে। কিন্তু সব সময় তা হয় না।

হাসতে হাসতে স্কুলে যাওয়ার বদলে, স্কুলে যাওয়ার নাম শুনলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে অনেকে। প্রাথমিক ভাবে বাবা-মায়েরা সন্তানের পড়াশোনা ভীতিকেই এর কারণ হিসাবে ধরে নেন। তবে সব ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা ঠিক না-ও হতে পারে। স্কুলে গিয়ে সহপাঠীদের কোনও অপ্রত্যাশিত আচরণে সন্তান মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে কি না, তা এক বার যাচাই করে নেওয়া জরুরি। বাকিদের নেতিবাচক আচরণকে বলা হয় "বুলিং"। বাবা-মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে অনেকেই কোনও সমস্যা হলে তা চেপে রাখে। বেশি দিন এমন চলতে থাকলে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হতে পারে। আপনার সন্তান এমন পরিস্থিতির শিকার কি না, তা বোঝার উপায় কী?

স্কুলে গিয়ে মানসিক নিপীড়নের শিকার হলে খেলাধুলো এবং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারাতে পারে শিশু। তার সঙ্গেই স্কুলে না যাওয়ার বায়না তো রয়েছেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলোতেও অনীহা চলে আসতে পারে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় অনেক সময়। কেউ আবার অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চুপচাপ হয়ে হয়ে যায়। শিশুর মধ্যে এই পরিবর্তনগুলির বিষয়ে অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। এমন কিছু চোখে পড়লে খোলাখুলি কথা বলুন সন্তানের সঙ্গে।

স্কুলের কথা এড়িয়ে যাওয়া

সন্তান সারা দিনে স্কুলে কী কী করল, তা নিয়ে বাবা-মায়েরা কৌতূহলী। স্কুলের প্রসঙ্গ উঠলেই কি শিশু এড়িয়ে যাচ্ছে? স্কুলের কথা কিছুতেই বলতে চাইছে না? তা হলে এক বার ভাল করে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখুন। দরকার হলে স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গেও কথা বলুন।

বিছানায় ছটফট করা

শিশুদের মধ্যে অনিদ্রার সমস্যা কম দেখা যায়। সারা দিন স্কুল, পড়াশোনা, খেলাধুলোর পর ক্লান্ত থাকে শিশুরা। ফলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। ইদানীং সন্তানের ঘুমোতে কি অসুবিধা হচ্ছে? শিশুর চোখে একেবারেই ঘুম নেই? বড় কোনও কারণ না হলে সাধারণত এমন হয় না। স্কুলে গিয়ে এমন কোনও পরিস্থিতিতে হয়তো তাকে পড়তে হচ্ছে যে, মানসিক ভাবে শান্ত হতে পারছে না। সে ক্ষেত্রে শিশুর কাছে তার সমস্যার কথা সরাসরি জানতে চান। দরকারে এক বার মনোবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।

বর্ষার মরসুমে ভ্রমণের সতর্কতা

কখনও ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি, কখনও আবার শুধুই মেঘের গর্জন। পিচ্ছিল রাস্তাঘাট, মাটির সোঁদা গন্ধ, রাস্তায় জমা জল বর্ষার বরসুমে প্রকৃতি ভরে ওঠে সজীবতায়। এই মরসুমে অনেকের মনই বাড়িতে টেকে না, ছুটে যেতে যান অজানা উদ্দেশে। বর্ষায় ভ্রমণ মানেই আলাদা রোমাঞ্চ।

সজীবতার ভরপুর আশ্বাস থাকলেও বর্ষায় ভ্রমণ পরিকল্পনা করার আগে বাড়তি সতর্ক থাকতে হয়। পাহাড় হোক বা সমুদ্র, বৃষ্টির কারণে রাস্তা থাকে পিচ্ছিল। নামতে পারে ধ্বস। হঠাতঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্রে ওঠে তুফান তাই যে কোনও পরিস্থিতির জন্যই থাকতে হবে প্রস্তুত। ব্যাগপ্যাকে রাখতে হবে বাড়তি কিছু জিনিস। জেনে নিন বর্ষায় কী কী জিনিস ছাড়া বাড়ি থেকে বেরবেন না।

১। রেইনকোট ও ছাতা: বর্ষায় ভ্রমণের জন্য ব্যাগ গোছানোর সময় ছাতা ও রেইনকোট ভুললে চলবে না। ভিজলে ঘোরাটাই হবে মাটি ২। স্যানিটাইজার: কোভিডের হাত থেকে রেহাই পেলেও এখন আবার দেশ জুড়ে কনজাঙ্কটিভাইটিসের দাপট বেড়েছে। তাই ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উপর বাড়তি নজর দিতে হবে। বারে বারে হাত ধুতে হবে। তবে বেড়াতে গেলে তা সব সময় সম্ভব হয় না, তাই স্যানিটাইজারের বোতলটি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। ৩। ওষুধ: বর্ষায় বাইরের জল খেলে পেটের গোলমাল হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়। তা ছাড়া বাইরে ঘুরতে গেলে সফরের সময় বমি, মাথা ধরার মতো সমস্যাও হয়। তা ছাড়া মরসুম বদলের কারণে সর্দি-কাশি-জ্বর হওয়ার সম্ভাবনাও থেকে যায়। তাই এই সমস্ত সমস্যার ওষুধ ছোট ব্যাগে ভরে অবশ্যই নিজের কাছে রাখুন। ৪। জুতো: বর্ষায় ঘুরতে যাওয়ার আগে কেনার সময়ে দেখে নিন জুতোটি যেন হয় জলরোধক ক্ষমতা সম্পন্ন। ভেজা জুতো দীর্ঘ ক্ষণ পায়ে পরলে সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে, তার উপর জ্বর সর্দিরও আশঙ্কাও বাড়ে। সম্ভব হলে একটি অতিরিক্ত জুতো জোড়া অবশ্যই সঙ্গে রাখুন। ৫। প্লাস্টিক জিপলক: ব্যাগে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের জিপলক পাউচ ভরে রাখুন। যখন তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে

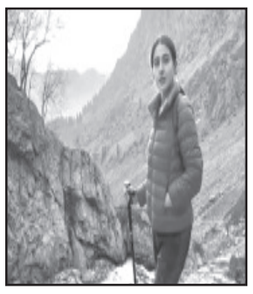

গেলে ফোন, চার্জার, ওষুধ, টাকা পয়সার ব্যাগ সেই পাউচে ভরে রাখলে বৃষ্টির জলের হাত থেকে সেগুলি সুরক্ষিত থাকবে। ৬। মশা মারার ধূপ ও ক্রিম: বর্ষায় চারদিকে পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ে। তাই যেখানেই যাচ্ছেন সঙ্গে মশা মারার ধূপ, মশা থেকে দূরে থাকার জন্য গায়ে মাখার ক্রিম সঙ্গে রাখুন। ৭। জামা-কাপড়: পর্যাপ্ত জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। প্রয়োজনে অধিক সময় নিয়ে ব্যাগ গোছান। মনে রাখবেন, ভেজা কাপড় থেকে ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে। সেই সঙ্গে গন্ধ বের হয়। তাই বেশি করে শুকনো জামা-কাপড় সঙ্গে রাখুন। যাতে বৃষ্টিতে কাপড় ভিজে গেলেও তা যেন দ্রুত পরিবর্তন করে নেওয়া যায়।

ওজন ঝরানোর চেষ্টা

জিমে গিয়ে শরীরচর্চার জন্য সময় বার করতে পারছেন না? ফিটনেসবিদদের মতে, জিমে যাওয়ার সময় না হলে বাড়িতে কিছু নিয়ম মেনে শরীরচর্চা করলেও আপনার ওজন ঝরবে। হাতে সময় কম থাকলে মেদ ঝরাতে অনেকে পুশ আপ করতে শুরু করে দেন। শরীরের ওজনের ভার দু'হাতের উপর রেখে পুরো শরীরকে উপর-নীচ করার এই কেরামতি দেখতে সহজ হলেও, আদতে খুব একটা সহজ কাজ নয়।

নিয়মিত এই ব্যায়াম করতে পারলে পেশিশক্তি বাড়ে, ক্যালোরি ঝরে, মানসিক শক্তি দৃঢ় হয় এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ে।

সঠিক পদ্ধতি মেনে এই ব্যায়ামটি না করলে চোট লাগার আশঙ্কা থাকে। জেনে নিন পুশ আপ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলি করেন তরুণ-তরুণীরা।

১) ঘাড় নিচু করা: পুশ আপ করার সময়ে ঘাড় নিচু করে নীচের দিকে তাকালে হয়তো আপনার উপর-নীচ করতে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু এতে ঘাড়ে ব্যথা হওয়া, চোট পাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়। উপরন্তু ভুল কায়দায় ব্যায়াম করলে কোনও লাভের লাভ হয় না। তাই ঘাড় সব সময়ে সোজা রাখুন।

২) ভুল জায়গায় হাত রাখা: এই ব্যায়ামের ক্ষেত্রে একদম কাঁধ বরাবর সোজাসুজি হাত রাখতে হবে। হাতের তালু থাকবে মাটির উপরে। নইলে ব্যায়ামের পুরো উপকারিতা পাবেন না।

৩) নিতম্ব নামিয়ে ফেলা: পুশ আপ করার সময়ে গোটা শরীর একটি সমান রেখায় থাকা উচিত। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীচে নামার সময়ে অনেকেই নিতম্ব ঝুঁকিয়ে ফেলেন। এতে কোমরে ব্যথা হতে পারে।

৪) শরীর মাটিতে স্পর্শ করানো: ব্যায়ামটি করার সময়ে শরীর যেন কখনই মাটিতে স্পর্শ না করে, সে দিকে খেয়াল রাখুন। তাড়াহুড়ো করতে গেলে শরীরের কায়দায় ভুল হয়ে যায়। অল্প সময়ে আপনি ৩০টি পুশ আপ করে নিলেন অথচ পদ্ধিতেই গলদ রয়ে গেল, সে ক্ষেত্রে পুরো চেষ্টাটাই মাটি হবে। সময় নিয়ে সঠিক পদ্ধতি মেনে পুশ আপ করুন তবেই মিলবে সুফল।

টক দই, আচার, পান্তা খেয়েই পেটের রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন

খেতে ভাল লাগে কিন্তু, অম্বলের ভয়ে দক্ষিণী খাবার খেতে পারেন না মোটে। সেই একই ভয় কাজ করে পান্তা খাবারের ক্ষেত্রেও। খেলেই গলা-বুক জ্বালা, মুখের ভিতর টক হয়ে দাঁত সুড়সুড় করে অনেকের। অথচ স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইচ্ছে করেই কিছু খাবার মজাতে দেওয়া হয়। এই খাবার মজানো আসলে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যা শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে না। দীর্ঘ দিন ধরে খাবার সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে এই জাতীয় খাবার খাওয়ার চল রয়েছে। যাতে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় তাই প্রাচীনকালে তা মজিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাবার খেলে পেটে অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে এই ধরনের খাবার যে কোনও উপকার করে না তা-ও নয়। শারীরবৃত্তীয় নানা কার্যকলাপের সঙ্গে অন্ত্রের যোগ রয়েছে। সামগ্রিক শরীর ভাল রাখতে অন্ত্রের থাকা ব্যাক্টেরিয়াগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই মজানো খাবারগুলি। মজানো খাবার খেলে কী কী উপকারে লাগে?

১) অন্ত্রের মধ্যে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে দই, ধোকলা, ইডলি, দোসাজাতীয় খাবার। ২) খাবারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন যৌগ যেমন আয়রন, জিঙ্ক শোষণ করতে সাহায্য করে। ৩) মজানো খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসাবেও কাজ করে এই খাবারগুলি।

'ব্যস্ততা'

দীপক রঞ্জন কর

এদিকে ভাই কে যায় ?
আজ্ঞে,আমি রাসু রায়।
হনহনিয়ে কোথায় যাস?
ধরতে হবে লোকাল বাস
বাসধরে কোথায় যাবে ?
টোপর মালা কিনতে হবে ,
টোপর মালায় কি হবে ?
দাদা টুকটুকে বউ আনবে।
বউয়ের বাড়ি কোন গাঁয় ?
রহিমপুরের ঐ বনগাঁয়
খাবার জিনিস কি আনবি ?
সন্দেশ,মিঠাই, জিলিপি।
আমায় একটা দিয়ে যাস,
আগেতো ধরি বাস
ফিরবি কখন বলে যা-
ফিরতে হবে শেষ বেলা।
পাবে আমায় খেয়া পারে,
নিম তলায় নদীর ধারে।
ব্যস্ত আছি এখন যাই
ফেরার পথে পাবে মিঠাই।

মধ্যপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা, কমলনাথের নামে এফআইআর; বিজেপিকে নিশানা কংগ্রেস নেতৃত্বের

ভোপাল, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এই এফআইআর-এর প্রেক্ষিতে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্ব। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলেছেন, 'তাঁরা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং সমস্ত কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে পারেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার অথবা অন্য কোনও বিজেপি সরকারের দুর্নীতির ইস্যু উত্থাপন করলেই, এটি এখন কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপির রীতি হয়ে গিয়েছে। তবে আমরা এই সমস্ত কিছুতে ভয় পাচ্ছি না।

আমরা দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরব। মধ্যপ্রদেশ সরকার সম্পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত। সেটাই আমরা তুলে ধরছি।' এদিকে, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেছেন, ''যখন ঠিকাদাররা নিজেরাই লিখছে যে ৫০ শতাংশ কমিশন নেওয়া হচ্ছে, তখন আর কী প্রমাণের প্রয়োজন? এফআইআর সত্যকে আড়াল করবে না।'

ডিসিপি ক্রাইম ব্রাঞ্চ শ্রুত কীর্তি সোমবংশী বলেছেন, ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৬৯, ৫০০ ও ৫০১ ধারার অধীনে শনিবার এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এতে, যিনি চিঠি লিখেছেন, জ্ঞানেন্দ্র অবস্থির পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তিনি ছাড়াও, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, কমল নাথ, অরুণ যাদব, জয়রাম রমেশ এবং শোভা ওঝার নামও রাখা হয়েছে, কারণ তাঁরা অ্যাকাউন্ট হোল্ডার (যারা এই চিঠিটি রিটুইট করেছেন)। এই সমস্ত ধারা জামিনযোগ্য, তবে তাদের (কংগ্রেস নেতা এবং জ্ঞানেন্দ্র অবস্থি) নোটিশ দেওয়া হবে এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। সব স্তরে তদন্ত করা হবে। তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, কারণ কেন তারা শেয়ার করার আগে সত্যতা যাচাই করেনি।

বাবর-রিজওয়ানের রেকর্ড ভেঙে দিল গিল-যশস্বী জুটি

ফ্লোরিডা , ১৩ আগস্ট(হি.স.): শনিবার রাতে চতুর্থ টি ২০তে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতকে ১৭৯ রানের লক্ষ্য মাত্রা রেখেছিল। সেই রান তাড়া করতে নেমে দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল ও শুভমান গিলের জুটি চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে জিতিয়ে দিয়েছে ভারতকে। দু'জনেই ১৫.৩ ওভারে ১৬৫ রানের জুটি গড়েন। গিল ৪৭ বলে তিনটি চার ও পাঁচটি ছক্কায় ৭৭ রান করেন। আর কেরিয়ারের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৫১ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন যশস্বী।

আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম জুটি হিসেবে টি ২০তে সর্বাধিক রানের পার্টনারশিপ গড়েছেন যশস্বী ও গিল। এই রেকর্ড ওপেনিং জুটিতে আগে ছিল পাকিস্তানের বাবর আজম ও মহম্মদ রিজওয়ানের। তারা ১৫৮ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। তাছাড়া একইসঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক টি ২০তে দুই ভারতীয় ব্যাটারের যে কোনও উইকেটে এটাই সর্বাধিক রানের জুটি। উল্লেখ্য, এর আগে রোহিত শর্মা ও কেএল রাহুলের প্রথম উইকেটে ১৩৫ রানের জুটি ছিল।

২০৪৭-এর মধ্যে দেশকে উন্নত করতে জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকরা এগিয়ে আসছেন : মনোজ সিনহা

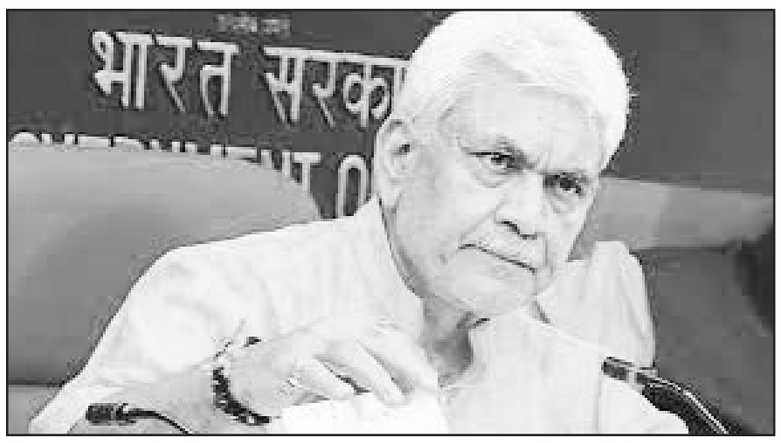

শ্রীনগর, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে জম্মু ও কাশ্মীরের যুবকরা এগিয়ে আসছেন। জোর দিয়ে বললেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। তিনি বলেছেন, 'ভারত যখন উন্নত দেশে পরিণত হবে, তখন জম্মু ও কাশ্মীরের অবদানও অন্যান্য রাজ্যের অবদানের সমান হবে।'হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে রবিবার শ্রীনগরে তিরঙ্গা মিছিলের সূচনা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে, রবিবার সকালে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে শ্রীনগরের ডাল লেকের তীরে এসকেআইসিসি থেকে বোটানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত তিরঙ্গা র‍্যালির সূচনা করেন মনোজ সিনহা। মিছিলেও পাও মেলান তিনি। তিরঙ্গা মিছিলে অংশ নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং বলেছেন, ""তিরঙ্গা মিছিলের অংশ হওয়ায় আমরা গর্ব অনুভব করছি। গত বছরের চেয়ে এবারের মিছিল অনেক বড় ছিল। আমরা দেশের শান্তির জন্য একসঙ্গে কাজ করতে চাই। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ :

ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়েও জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি ৭২ বছর বয়সী গান্ধী বুড়ি

কলকাতা, ১৩ আগস্ট(হি.স) : আগস্ট মাস জুড়ে সারাদেশে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে। এই পরিস্থিতিতে অজ্ঞাতনামা বিপ্লবীদের গল্প পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তাদের মধ্যে একজন হলেন পশ্চিমবঙ্গের ৭২ বছর বয়সী মাতঙ্গিনী হাজরা। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। স্বাধীনতার পতাকা হাতে ধরে রেখে বর্বর শ্বেতাঙ্গ বাহিনীর নির্বিচার গুলিবর্ষণের মুখোমুখি হন এই মহান ৭২ বছরের বৃদ্ধা মহিলা। ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়েও জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি তিনি।। এই কারণেই তাঁকে 'গান্ধী বুড়ি' বলা হয়। মাতঙ্গিনী হাজরা সারাজীবন যে যন্ত্রণা সহ্য করেছেন তা ভেবেই সকলে ভয়ে কেঁপে উঠবে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নগেন্দ্র সিনহা তার আগস্ট বিপ্লবের আত্মত্যাগ সম্পর্কে লেখা 'আগস্ট বিপ্লবের শহীদ' বইতে বলেছেন, মাতঙ্গিনী হাজরা ১৮৭০ সালের ১৯ অক্টোবর তৎকালীন বাংলার মেদিনীপুর জেলার হোগলা গ্রামে একটি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের কারণে তার বাবা তাকে ১২ বছর বয়সে ৬২ বছর বয়সী বিপত্নীক ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে বিবাহ দেন। সৎ সন্তানরা কখনও মাতঙ্গিনীকে মেনে নেয়নি। এদিকে, মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি কোনও সন্তান ছাড়াই বাল্যবিধবা হয়েছিলেন। যখন তার সৎ-সন্তানরা তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তখন সে তমলুকের নিকটবর্তী শহরে একটি কুঁড়েঘরে থাকতে শুরু করে এবং শ্রমিক হিসাবে কাজ করে জবীনযাপন করতে থাকেন। এভাবে একাকী জীবনযাপন করতে করতে তার জীবনের ৪৪টি বছর কেটে যায়। সেই সময়ে মহিলাদের ঘরের বাইরে বেরোতে দেওয়া হতো না, তখন তাদের জীবনও কুঁড়েঘরের মধ্যেই বন্দী ছিল। ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণা ছিল না। তিনি জানতেন না এইসব কি কারণে ঘটছে, তারপর তিনি তাঁর এলাকায় ব্রিটিশ শাসনের নৃশংসতা দেখেন এবং তাঁর আশেপাশের মানুষদের কাছ থেকে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারেন, তারপর তিনি তার বাকি জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পান।

দেশের প্রতি এই বৃদ্ধার ভালবাসা ও আত্মত্যাগ খুব ভালোভাবেই অনুমান করা যায়। ১৯৩২ সালে একদিন মাতঙ্গিনী হাজরার বাড়ির পাশ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলনের একটি মিছিল যায়। এই মিছিলে তাঁর কথামত শঙ্খধ্বনি দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে মিছিল এগোতে শুরু করে। তমলুকের কৃষ্ণগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত এক সভায় মাতঙ্গিনীসহ সকলে স্বাধীনতা সংগ্রামে শরীর, মন, অর্থ দিয়ে দেশ সেবা করার শপথ নেন। লবণ আইন ভঙ্গ করে জেলও খেটেছেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি লবণ তৈরি করে লবণ বিরোধী আইন ভঙ্গ করেন এবং গ্রেফতার হন। তাকে খালি পায়ে বহু কিলোমিটার হাঁটার শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এবং বৃদ্ধ বয়সেও সে শাস্তি তিনি ভোগ করেন।

মাতঙ্গিনী হাজরার নিজের সংসার না থাকায় আশেপাশের যেকোনও মহিলার সাহায্যের প্রয়োজন হলে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন। ১৯৩২ থেকে ৩৩ সালে এই অঞ্চলে গুটি বসন্ত এবং কলেরার মতো রোগ দেখা দেয়। নিঃসন্তান মাতঙ্গিনী শিশু ও মহিলাদের মা হয়ে সকলের সেবা করেছেন। তাকে দেখে ধীরে ধীরে অন্য মহিলারাও আইন অমান্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে যখন বাংলার তৎকালীন গভর্নর অ্যান্ডারসন কর নিষেধাজ্ঞা আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে তমলুক আসেন, তখন তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ হয়। প্রবীণ মাতঙ্গিনী হাজরা প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কালো পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে এবং বৃদ্ধ বয়সে তাকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের পর মুর্শিদাবাদ জেলে বন্দী করে।

সেখানে তিনি অন্যান্য গান্ধীবাদীদের সংস্পর্শে আসেন এবং মুক্তি পাওয়ার পর একটি চরকা নিয়ে খাদি কাপড় তৈরি করতে শুরু করেন। তিনি নিজে খাদি পরতেন এবং অন্যদেরও অনুপ্রাণিত করতেন। তাই মানুষ তাকে 'গান্ধী বুড়ি' নাম দিয়েছিল এবং এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন। তমলুকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী হাজরা। মেদিনীপুর জেলায় যখন সমস্ত সরকারি অফিস ও থানায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের প্রতীকী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তখন তিনি সবচেয়ে প্রথমে ছিলেন।

১৯৪২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর একটি বিশাল নিরস্ত্র মিছিল তমলুকের কোর্ট এবং পুলিশ লাইনগুলি দখল করতে চলেছিল। এর অগ্রভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। প্রায় ছয় হাজার মুক্তিযোদ্ধার এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন মাতঙ্গিনী, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা স্বেচ্ছাসেবক।

মিছিলটি তমলুকের সামনে এগোতেই পুলিশ বন্দুক তাক করে মিছিলটি ঘিরে ফেলে। বিক্ষোভকারীদের থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। এতে মিছিলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং লোকজন ছত্রভঙ্গ হতে থাকে, কিন্তু তখনই পতাকা নেড়ে এগিয়ে আসেন ৭২ বছরের মাতঙ্গিনী। তাদের উচ্ছ্বাস দেখে মিছিলের উৎসাহ ছিল নজরকারা। ইংরেজ সেনাবাহিনীর সামনে মাতঙ্গিনী স্লোগান তুলেছিল, 'আমি পতাকা উত্তোলন করব, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না।' এরপরে তিনি বন্দে মাতরম স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যান। তমলুক থানার অদূরে বানপুকুর পাড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিতে লুটিয়ে পড়েও জাতীয় পতাকা মাটিতে পড়তে দেননি তিনি। তাঁর স্মরণে, তমলুক শহরে একটি বিশাল স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে মাতঙ্গিনী হাজরার একটি বিশাল মূর্তি রয়েছে। পরে, কলকাতার বিখ্যাত ধর্মতলা এলাকায় মাতঙ্গিনী হাজরার একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। মহানগরে প্রথম কোনো মহিলার মূর্তি স্থাপন করা হয়। দক্ষিণ কলকাতার একটি রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে মাতঙ্গিনী হাজরা রোড এবং তার সম্মানে একটি মোড়ের নামকরণ করা হয়েছে মাতঙ্গিনী হাজরা মোড় (বর্তমানে সেটি হাজরা মোড় নামে পরিচিত)।

স্বপ্নদীপের মৃত্যুতে ধৃত আরও দুই, উভয়ের ২২ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজত

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যুর ঘটনায় আরও দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩। ধৃতেরা হল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েরই পড়ুয়া মনোতোষ ঘোষ এবং দীপশেখর দত্ত। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা হস্টেলের আবাসিক সৌরভ চৌধুরীকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁকে জেরা করেই এই দু'জনের নাম মিলেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। মনোতোষ ও দীপশেখরকে রবিবার আলিপুর আদালতে পেশ করা হলে, দু""জনকেই ২২ আগস্ট পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

শনিবার রাতভর জেরা করা হয়েছে মনোতোষ ও দীপশেখরকে। কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিপি ক্রাইম নিজে থানায় উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদের জেরার প্রক্রিয়ায় তিনিও অংশ নেন। তার পর রবিবার সকালে দুই পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দীপশেখর বাঁকুড়ার বাসিন্দা। বয়স ১৯ বছর। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। মনোতোষ হুগলির আরামবাগের বাসিন্দা। বয়স ২০ বছর। তিনি সমাজবিদ্যা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। হস্টেলের ১০৪ নম্বর ঘরে থাকেন তিনি। মনোতোষের অতিথি হিসাবেই হস্টেলে থাকছিলেন স্বপ্নদীপ। সৌরভকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মনোতোষ এবং দীপশেখরের নাম জানতে পেরেছে পুলিশ। তার পর তাঁদের থানায় ডেকে পাঠানো হয়। অভিযোগ, স্বপ্নদীপের উপর হস্টেলে অত্যাচার করা হয়েছিল। তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন এই দু'জনও।

২৬ আগস্ট পাথারকান্দি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

পাথারকান্দি (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : আগামী ২৬ আগস্ট করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি সমবায় সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা হয়েছে। আহূত সভায় সকল সভ্যকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে অনুরোধ জানিয়েছেন সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে মনোজ সূত্রধর ও বিজয় বণিক।

অসম সমবায় সমিতি আইন ২০০৭ (সংশোধিত)-এর ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার আহ্বান করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে এদিন পাথারকান্দির রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে সকাল দশটা থেকে অনুষ্ঠেয় সভায় সমিতির ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের হিসাব-নিকাশ নিয়ে আলোচনা হবে।

এছাড়া সমিতির ২০২১-২২ অর্থবর্ষের স্থিতিপত্র পাঠ, আলোচনা ও অনুমোদন সমিতির ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অনুমোদন, সমিতির সভ্যগণের ঊর্ধতম ঋণের সীমা নির্ধারণ ছাড়াও ২০২২-২৩ অর্থবর্ষেরে জন্য সমিতির অভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ করা হবে।

বনবাসী শব্দ আমরা মানি না, এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় : রাহুল গান্ধী

ওয়ানাড, ১৩ আগস্ট (হি.স.): ""বনবাসী"" শব্দ আমরা মানি না, এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। মন্তব্য করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। রবিবার কেরলের ওয়ানাডে এক জনসমাবেশে রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'আপনাদের (আদিবাসীদের) সীমাবদ্ধ করা এবং শ্রেণীবদ্ধ করা উচিত নয়। সমগ্র ধরিত্রী আপনাদের জন্য উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এটি একটি ধারণা এবং আরেকটি ধারণা রয়েছে যা ""বনবাসী"" শব্দটি ব্যবহার করে।'

রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'আমরা বলি আদিবাসী এবং অপরপক্ষ বলছে ""বনবাসী""। আর ""বনবাসী"" শব্দের পিছনে একটি বিকৃত যুক্তি রয়েছে। ""বনবাসী"" শব্দটি অস্বীকার করে যে আপনারা ভারতের আসল মালিক এবং এটি আপনাদের জঙ্গলের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে। ""বনবাসী"" শব্দের অর্থ আপনারা জঙ্গলের বাসিন্দা এবং আপনাদের কখনই জঙ্গল ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। এবং এটি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এই শব্দটি মানি না।'

মৃদু ভূমিকম্প মেঘালয়ে, ঝটকা অসমেও, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপেছে মেঘালয় ও পার্শবর্তী অসমের রাজধানী গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া সহ সংলগ্ন অঞ্চল। আজ রবিবার বেলা ১-টা ২৭ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডে সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৭ ধরা পড়েছে। তবে আজকের ভূমিকম্পেও কোনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ দুপুরে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলা সদর তুরার পূর্ব-উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের ২৫.৮৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০.৯০ দ্রাঘিমাংশে ভূগর্ভের ৭৮ কিলোমিটার গভীরে। উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট মেঘালয়ের রি-ভই জেলায় ১-টা ১৩ মিনিট ৪২ সেকেন্ডে ভূমিকম্প হয়েছিল। এছাড়া ওই দিনই প্রায় আড়াই ঘণ্টার ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে।

যাদবপুর কাণ্ডে পকসো আইনে মামলা হবে, শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী

নদিয়া, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : যাদবপুরে মৃত প্রথমবর্ষের ছাত্র স্বপ্নদ্বীপ নাবালক ছিল। সে কারণেই এবার পকসো আইনে মামলা হবে বলে জানালেন শিশু সুরক্ষা কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী।

রবিবার মৃত ছাত্রের মামার বাড়িতে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন অনন্যা চক্রবর্তী। তাঁর সূত্রেই জানতে পেরেছেন যাদবপুরের প্রথমবর্ষের ওই ছাত্র নাবালক ছিল। শীঘ্রই এ কথা পুলিশকে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই অনুযায়ী এবার তদন্ত হবে। ঘটনা গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের বিরুদ্ধেও হবে পকসো আইনে মামলা। হস্টেলে যাওয়ার পর থেকেই ওই ছাত্রের যৌন নির্যাতন করা হয়েছে বলেও দাবি অনন্যা দেবীর। গায়ে মিলেছে সিগারেটের ছ্যাঁকার দাগ। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা নিয়েও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। এদিনই তাঁরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন বলেও জানান। কেন বারবার বলার পরেও যাদবপুরে সিসিটিভি বসানো হল না, কেন দীর্ঘদিন কর্তৃপক্ষের লোকজন উদাসীন ছিলেন সেই প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন অনন্যা দেবী। প্রশ্ন তুলেছেন অধ্যাপকদের ভূমিকা নিয়েও। সাফ বলেন, ''ওখানে সিসিটিভি নেই, রেজিস্ট্রার ঠিক মতো থাকে না। এটা অমার্জনীয় অপরাধ। ওখানে হস্টেলে মাস্তানি, দাদাগিরি, আঁতলামি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ওরা মনে করে ওরা সব আইনের ঊর্ধ্বে। এটা হতে পারে না। যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে। সেদিকে আমাদের নজর থাকবে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব।''

গানের সুরে প্রচার ধূপগুড়ির বাম প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্রর

জলপাইগুড়ি, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : উত্তরবঙ্গে ভাওয়াইয়া লোকগানের জনপ্রিয় শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র রায় এবার ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই (এম) প্রার্থী। প্রার্থী হিসেবে তিনি ভাওয়াইয়া গানের সুরে প্রচার করছেন। শনির পর রবিবারও তাই দেখা গেল।

ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বামফ্রন্ট প্রার্থীকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র রায় নিজেই গান লেখেন এবং সুর দেন। বেতারেও তিনি নিয়মিত লোকগান পরিবেশন করে থাকেন। ধূপগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে তিনি সুপরিচিত। রাজবংশী ভাষা নিয়েও তাঁর গবেষণা রয়েছে।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সাথে তিনি যুক্ত রয়েছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক ন্যায় মঞ্চের জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি। যুব আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সিপিআই(এম)-র সদস্যপদ অর্জন করেছেন তিনি। এর আগে পঞ্চায়েতের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তিনি, ধূপগুড়ির বারঘড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

শ্রীদেবীর জন্মদিনে গুগুল ডুডল তাঁকে সম্মানিত করল

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : প্রয়াত বলিউড তারকা শ্রীদেবীর ৬০তম জন্মদিনে রবিবার গুগুল ডুডল তাঁকে সম্মানিত করল।

১৯৬৪ সালে তামিলনাড়ুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীদেবী। আসল নাম ছিল আম্মা ইয়াঙ্গের আয়্যাপান। সেটা হারিয়ে গিয়েছে তাঁর ছয়াছবির নামের আড়ালে। চার দশকেরও বেশি ছিল তাঁর জীবনপথ। তিন শতাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন। স্মরণীয় এই অভিনেত্রী অন্যান্য ঘরানার মধ্যে তাঁর ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে তামিল, তেলেগু এবং মালায়লাম চলচ্চিত্রে কাজ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে অভিনয়ের সুবাদে অসংখ্য সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১৮-র ২৪ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

ডিব্রুগড়ে গ্রেফতার নিষিদ্ধ আলফা (আই)-এর দুই লিংকম্যান

ডিব্রুগড় (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে ডিব্রুগড় জেলার অন্তর্গত ডিমৌ পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হয়েছে নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম-ইনডিপেনডেন্ট (আলফা-আই)-এর দুই লিংকম্যান। গ্রেফতেরকৃত দুই আলফা-আই লিংকম্যানকে যথাক্রমে বরুয়া চাংমাই গ্রামের দিব্যজ্যোতি চেতিয়া এবং ডিমৌ আমতলের বাসিন্দা রাজু আহমেদ।

আজ রবিবার জেলা পুলিশ সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার রাতে ডিমৌ থানার ওসির নেতৃত্বে পুলিশের এক দল অভিযান চালিয়ে দিব্যজ্যোতি চেতিয়া ও রাজু আহমেদকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। দুজনের হেফাজত থেকে পুলিশ বেশ কিছু আপত্তিজনক নথিপত্র সহ কয়েকটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট বাজেয়াপ্ত করেছে।

অনিয়ন্ত্রিত ট্রাকের ধাক্কায় দোকানদারের মৃত্যু

কানপুর, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের কাকদেব থানা এলাকায় একটি অনিয়ন্ত্রিত ট্রাকের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। পুলিশ দেহ হেফাজতে নিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সহকারী পুলিশ কমিশনার শিখা সিং বলেন, কাকাদেবের বাসিন্দা ২৯ বছর বয়সী সঞ্জয় সিং তার জীবিকা নির্বাহের জন্য রাস্তার পাশে একটি ম্যাগির দোকান চালাতেন। রবিবার সকালে তিনি দোকান থেকে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় একটি অনিয়ন্ত্রিত ট্রাক তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। চালক ট্রাক ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পুলিশ ট্রাকটি হেফাজতে নিয়েছে।

অসমে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে মৃত্যু ১৩ বছরের ছাত্রীর

গুয়াহাটি, ১৩ আগস্ট (হি.স.) : এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে ওদালগুড়ির ১৩ বছর বয়সি এক নাবালিকা ছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আজ রবিবার ভোর প্রায় ৪:০০টা নাগাদ গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে বিবিকা দৈমারি নামের বালিকা।

জানা গেছে, গত ৩ আগস্ট থেকে জ্বরে ভুগছিল ওদালগুড়ি জেলার অন্তর্গত মাজবাটের ২ নম্বর কাদাবিল গ্রামের জনৈক বিহুরাম দৈমারির মেয়ে স্থানীয় নর্থ-ইস্ট পাবলিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী বিবিকা দৈমারি। জ্বরের উপসম হচ্ছে না দেখে স্থানীয় ডাক্তার তার রক্ত পরীক্ষা করে সে জাপানিজ এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে বলে শনাক্ত করেন।

যোধপুরে রেললাইন থেকে মহিলার মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার

যোধপুর, ১৩ আগস্ট (হি. স.) : যোধপুরের শাস্ত্রীনগর থানা এলাকায় রেল লাইনের কাছে ঝোপের মধ্যে থেকে এক মহিলার মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহটি দুই দিন পুরনো হতে পারে। শরীরে মাথা ছাড়াও একটি হাত নেই। এই কারণে ওই মহিলার দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে নিহতের বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছর বলে মনে হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ডিসিপি গৌরব যাদব জানান, তদন্তের জন্য পাঁচটি দল গঠন করা হয়েছে। ডগ স্কোয়াড দিয়েও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কারবি আংলঙে নির্মাণ সংস্থার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে আগুন

ডিফু (অসম), ১৩ আগস্ট (হি.স.) : কারবি আংলঙে নির্মাণ সংস্থার একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ঘটনা আজ রবিবার ভোরের দিকে পশ্চিম কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত হাওয়াইপুর গ্রামে সংঘটিত হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, এনকে কোম্পানি নামের এক নির্মাণ সংস্থা খেরনি-লামসাখাং সংযোগী সড়ক প্রকল্পের কাজ করছে। সংস্থার একটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মিশ্রণ তৈরির কাজ চ

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে ধনপুরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। দেশের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে আজ ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের যুব মোর্চা আয়োজিত তিরঙ্গা যাত্রা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ধনপুর থেকে নিদয়া পর্যন্ত হওয়ার কথা ছিল যুবমোর্চার এই তিরঙ্গা যাত্রা বাইক মিছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারনে কাঁঠালিয়াতে গিয়েই শেষ হয় তা। বাইক মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। তিনি বলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আজাদিকা অমৃত মহোৎসব শুরু করেছিলেন এবছরের স্বাধীনতা দিবসে সমাপ্ত হবে তা। দেশের স্বাধীনতা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে দেশের আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতেই এধরনের আয়োজন বলে অভিহিত করেন তিনি। তাছাড়া তিনি ধনপুরের বড়নারায়নস্থিত নিজ বাড়িতে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। কর্মসূচি গুলিতে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি পিন্টু আইচ ,বি.জে.পি সিপাহীজলা দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ ,ধনপুরের মন্ডল সভাপতি বিন্দু দেবনাথ প্রমুখ।

দুষ্কৃতীর হামলায় তছনছ বাড়ি ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। ব্যাক্তিগত রেষারেষি কে কেন্দ্র করে বাড়িঘরে হামলা। থানার দ্বারস্থ হলেও অভিযুক্তকে আটক করেও ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাজধানীর পিসিসি ইটভাট্টা সংলগ্ন এলাকায় শনিবার রাতে দুই দুষ্কৃতি সানীয় প্রদীপ দাসের বাড়িতে রাত এগারটা নাগাদ হামলা চালায়। ঘরের ভিতর ঢুকে ব্যপক ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতীরা। বাদ যায়নি কিছুই। ঠাকুরের আসন থেকে শুরু করে টমটম, সব কিছুকেই তছনছ করে দিয়েছে তারা। প্রদীপ দাসকেও মারধোর করে দুস্কৃতিরা বলে জানা গেছে।স্থানীয় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে আক্রান্ত পরিবার। তবে অভিযোগ পুলিশ এক দুস্কৃতিকে আটক করেও পরে ছেড়ে দেয়। এদিকে প্রদীপ দাস জানায়, বাইক আস্তে চালাতে বলাতেই এই হামলা সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতীরা।

চোরের হানায় লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। চুরির ঘটনা বন্ধ নেই রাজ্যে। প্রতিদিন রাজ্যের কোথাও না কোথাও চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। শনিবার গভীর রাতে ফের চুরির ঘটনা উঠে এলো ঋষ্যমুখ এলাকা থেকে।
ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার গভীর রাতে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় দক্ষিণ সোনাইছড়ি বাজারে দুই দোকান চুরির ঘটনা ঘটেছে। বাজারের ব্যবসায়ী রাকেশ মজুমদারের দোকান থেকে আনুমানিক দেড় লাখ টাকার মালামাল চুরি হয়েছে। পাশে নন্দ দত্তের দোকানেও চুরি হয়। রবিবার সকালে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বাজারের ব্যবসায়ীরা। এদিকে ঘটনার বিবরণ দিয়ে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হলে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এ বাজারে এর আগেও আরো বেশ কয়েকবার চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। বাজারে চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সামাজিক ক্লাবগুলিকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সমাজের জন্য কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। ক্লাব যারা পরিচালনা করেন তাদের দায়িত্ব অনেক বেশি। তাদেরকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করতে হয়। রবিবার আগরতলা বড়দোয়ালিস্থিত এন.বি.আর.সি ক্লাবের নতুন ভবনের উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এক মেগা রক্তদান শিবিরে উপস্থিত থেকে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা। এইদিন প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন তিনি। পরে ফলক উন্মোচন করে ক্লাবের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্লাবের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে ক্লাব ঘরটি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন একটা সময় ক্লাবে ক্লাবে ঝামেলা লেগে থাকত। বর্তমানে সেই কালচার নেই। সরকার সমাজের পরিবর্তন চাইছে। সমাজের জন্য কাজ করাই হচ্ছে ক্লাবের কাজ। অনেক বড় বড় সমস্যার সমাধান ক্লাবের মাধ্যমে সম্ভব হয়।
মুখ্যমন্ত্রী এইদিন আরও বলেন এক ইউনিট রক্ত দিয়ে চার জনের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়। রক্তদান নিয়ে অনেকের মধ্যে ভুল ধারনা রয়েছে। অনেকে মনে করে রক্তদান করলে শরীর খারাপ হতে পারে। বাস্তব ঠিক তার উল্টোটা। রক্তদান করলে শরীরে কোন রোগ থাকলে জানা যায়। সকলে রক্তদান করতে পারে না। নিয়মিত রক্তদান করলে ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত রক্তদান করা যায়। রক্তদান করলে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। রক্তদানের থেকে আর কোন বড় দান নেই। রক্তদানের মধ্য দিয়ে আত্ম তৃপ্তি পাওয়া যায় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ছারাও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা।

ত্রিপুরায় বীমা সচেতনতায় আইসিআইসিআই লোম্বার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। ত্রিপুরায় বীমা সচেতনতা প্রচারের জন্য পরিকল্পনা ঘোষণা করলো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি "আইসিআইসিআই লোম্বার্ড"। নন-লাইফ সেগমেন্টে প্রধান বীমাকারী হিসাবে তাদের মনোনয়ন ঘোষণা করতে পেরে গর্বিত এ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্য বীমা কমিটির এক বৈঠক সম্পন্ন হয়। আইসিআইসিআই লোমবার্ডের লক্ষ্য হল বীমা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার পাশাপাশি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। যা বীমাবিহীন জনসাধারণকে বীমা পরিষেবা নিশ্চিত করবে। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বীমা সচেতনতা এবং আর্থিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হবে। ত্রিপুরার জন্য রাজ্য বীমা পরিকল্পনার সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে মৃত্যু, অসুস্থতা এবং শারীরিক অক্ষমতার বিরুদ্ধে আর্থিক সুরক্ষা, পেনশন স্কিমের মাধ্যমে বয়স্কদের জন্য আয় সুরক্ষা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি সহ গ্রুপ বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র, ছোট এবং মাঝারি শিল্প গুলিকে সুরক্ষিত করা।
আইসিআইসিআই লোম্বার্ড এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অলোক আগরওয়াল জানিয়েছেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে "সকলের জন্য বীমা" এর লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে ভারতের বীমা নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা আইআরডিএআই। এই লক্ষ্য পূরণে রাজ্যের প্রধান নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স হিসাবে আমরা আইসিআইসিআই লোম্বার্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। রাজ্যের জনসাধারণকে বীমা সচেতনতা এবং আর্থিক সুরক্ষা প্রদানে রাজ্য সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানান তিনি।

আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ডেন্টাল কলেজের পঠন পাঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগষ্ট।। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে পঠনপাঠন শুরু হবে। যথাসময়ে যাতে কলেজে ক্লাস শুরু করা যায় এর জন্য রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি পাঠানো হবে। ইতিমধ্যে ২২-২৩ জন ছাত্রছাত্রী ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। আইজিএম হাসপাতাল কমপ্লেক্সে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ পরিদর্শন করে এই খবর জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা।অবশেষে স্বপ্ন বাস্তব হতে চলেছে রাজ্যবাসীর। আশা পূরণ হবে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের। মেধা থাকলে এখন থেকে রাজ্যে বসেই ডেন্টাল সার্জন হতে পারবেন কৃতী ছাত্রছাত্রীরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার ঐকান্তিক প্রয়াসে গড়ে উঠেছে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে। আর খুব শীঘ্রই পঠনপাঠন শুরু হবে কলেজটিতে।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে কল্যাণপুরে ও গন্ডাছড়ায় বাইক র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর / গন্ডাছড়া, ১৩ আগষ্ট।। ভারতের মহান ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার লক্ষ্যে আজ অর্থাৎ রবিবার সকালে বিজেপি কল্যাণপুর যুব মোর্চা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে এক সুদৃশ্য বাইক রেলি সংঘটিত করে। কল্যাণপুর মোটরস্ট্যান্ডস্থিত সোনার তরী মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে সকাল দশটায় এই সুদৃশ্য বাইক রেলি টির সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। বাইক রেলিটি কল্যাণপুর থেকে শুরু করে পূর্ব কল্যাণপুর অমর কলোনি কমলনগর মোড়ছড়া হয়ে পুনরায় কল্যাণপুরে শেষ হয়। প্রায় ১০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা এই রেলিটি। বাইক রেলিটির অগ্রভাগে ছিলেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, যুব মোর্চার কল্যাণপুর মন্ডল সভাপতি শুভঙ্কর সেন, কল্যাণপুর ব্লক চেয়ারপারসন সোমেন গোপ,ভাইস চেয়ারপারসন রাজীব পাল সহ অন্যান্য জনেরা। বাইক রেলি কে কেন্দ্র করে ব্যাপক সরা পরিলক্ষিত হয় কল্যাণপুরে।
অন্যদিকে, প্রদেশ যুব মোর্চার নির্দেশ অনুসারে ১৩আগষ্ট বিশাল বাইক রেলী মধ্যে দিয়ে বর্ণাঢ্য উৎসবের এর মধ্যে দিয়ে যারা ভারতবাসীকে রক্ষা করতে জীবন বলি দান দিয়েছেন সেই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়।রবিবার গন্ডাছড়া মহকুমার ৪৪রাইমাভ্যালী যুব মোর্চার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অনুপ্রেরণায় হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে এক বাইক রেলীর মাধ্যমে গন্ডাছাড়া মহকুমার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে নারায়ণপুর সরমা ফিসেরি হিলিপেট মাঠে এসে মিলিত হয়। সেখানে ভারতবাসীকে রক্ষা করতে যারা প্রাণ দিয়েছেন সেই বীর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রদীপ উজ্জলন করা হয়। শহীদ দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান দান করে ১ মিনিটের নীরবতার দিয়ে মধ্যে দিয়ে যথাযথ মর্যাদায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার যুব মোর্চার সভাপতি রঘুনাথ লোধসহ অন্যান্যরা। ৪৪ রাইমাভ্যালী যুব মোর্চার সভাপতি সজল মল্লিক ৪৪রাইমাভ্যালী মন্ডল সভাপতি সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা, ধলাই জেলার জনজাতি মোর্চার অন্যতম সদস্য, ধলাই জেলার সহ সভাপতি নিকাশ চাকমা , জনজাতি মোর্চার সভাপতি খজেন রিয়াংমহিলা মোর্চার সভানেত্রী বর্ণা দাস মন্ডল ও অন্যান্য নেত্রীগণ।

সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

সঙ্গে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছেন।
উল্লেখ্য বিভিন্ন সময় শহরের বুকে বাইক রেলি গুলিতে জনপ্রতিনিধিদের হেলমেট বিহীন অবস্থায় রেলিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। যাতে করে সমাজের শুভবুদ্ধিরসম্পন্ন মানুষ প্রায়শই প্রশ্ন তোলেন ট্রাফিক আইন কি শুধুমাত্র সাধারণের জন্যই। জন প্রতিনিধিদের জন্য কি সেটা প্রযোজ্য নয়? তবে এদিন মুখ্যমন্ত্রী যখন হেলমেট পরিধান করে রেলিতে অংশগ্রহণ করলেন তখন সমাজের জনপ্রতিনিধিদের জন্য তিনি যেন এক প্রকার হেলমেট পড়ার বার্তা দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন প্রত্যেকে। এদিনের রেলি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন আজ থেকে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এরই প্রচার অভিযান করা হয়েছে আজ। রেলিতে যুব মোর্চার সদস্যদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

দুই পাচারকারী আটক

● আটের পাতার পর

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে। সেই মোতাবেক পুলিশ সেখানে যায়। পুলিশকে দেখে দুই পাচারকারি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময় পুলিশ তাদের পিছু ধাওয়া করে বলদাখাল এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২২ কেজি শুকনো গাজা। ধৃতরা হল প্রভাকর বিশ্বাস, বাড়ি বলদাখাল এবং সুভাষ চন্দ্র দাস, বাড়ি মেলাঘর থানা এলাকায়। পুলিশের ধারণা তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে আসতে পারে বাকি অভিযুক্তদের নাম। এখন দেখার বিষয় পুলিশ বাকিদের জালে তুলতে সফল হয় কিনা।

ভোটার যোগ দিল পদ্ম শিবিরে

● আটের পাতার পর

ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র উন্নয়ন করতে পারে বিজেপি সরকার। মানুষ তা বুঝে গেছে। তাই দিকে দিকে মানুষ বিজেপি দলে যোগদান করছে। কমিউনিস্টরা দীর্ঘ ২৫ বছরে গরীবকে আরও গরীব বানানোর কাজ করেছে। বর্তমানে তারাই এখন আবার বড় বড় কথা বলছেন। এইদিন নাম না করে তিনি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের তিব্র সমালোচনা করেন। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিআইএম-এর জোট নিয়েও উভয় দলের তিব্র সমালোচনা করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কমিউনিস্টদের প্রধান বিরোধী দলের তকমা ছিনিয়ে নিয়েছে। এখন আবার দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস-সিপিআইএম এক জোট হয়েছে। অথচ কমিউনিস্ট শাসনকালে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি এইদিন আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন ধনপুর এবং বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ তৈরি হয়ে গেছে বিজেপি প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য। এইদিনের যোগদান সভায় এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনিয়। যোগদান সভাকে কেন্দ্র করে উপস্থিত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ

● আটের পাতার পর

বলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে। একই সাথে রাজ্যে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচিও যথাযথভাবে বাস্তবায়ণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিতে রাজ্যের মাটি ৫৯টি কলসে করে রাজ্যের যুবক-যুবতীগণ দিল্লি নিয়ে যাবে। এই মাটি দিয়ে সেখানে অমৃত বাটিকা তৈরী করা হবে। ত্রিপুরাতেও এধরণের বাটিকা তৈরী হবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, সমাজসেবী স'য় সাহা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নর্থ বড়দোয়ালী রিক্রিয়েশন সেন্টারের সম্পাদক অমলেশ দাস। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন নর্থ বড়দোয়ালী রিক্রিয়েশন সেন্টারের সভাপতি সমরেন্দ্র দে।
অন্যদিকে, রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। চলতি অর্থবছরের বাজেটে মৌলিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে শক্তিশালি করতে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এজন্য ব্যয় হবে ৫৫ কোটি টাকা। আজ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ভ-পুকুরস্থিত নিবেদিতা সংঘ আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের আস্থা অর্জন করতে চায়। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্পসারণেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, রক্তদান মহৎ দান। রক্তদান জীবন দান। সমাজে অনেক দান আছে। যেমন, চক্ষুদান, লিভারদান, কিডনীদান, ব'দান, শিক্ষাদান প্রভ'তি। সব দানের উপরে রয়েছে রক্তদান। রক্তের এ, বি, এবি, এবং ও এই চারটি গ্রপ রয়েছে। তবে যখন যে ব্যক্তির যে রক্ত লাগে সেটা দিতে হয়। রক্ত পৃথকীকরণের জন্য রাজ্যে সরকারি ও বেসরকারি ৭টি সেন্টার রয়েছে। রাজ্যে সরকারি ১২টি এবং বেসরকারি ২টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে।
রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে এখন চিকিৎসা পরিষেবার বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ' চিকিৎসক রয়েছেন। এখন রোগীদের বাইরে যাবার প্রবণতা অনেক কমেছে। রাজ্যে ডেন্টাল কলেজ চালু করা হয়েছে। কিছুদিন আগে ত্রিপুরা নার্সিং কলেজ চালু করা হয়েছে। এতে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী বিএসসি নার্সিং পড়ছে। প্রত্যেক জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যাতে রাজ্যিক হাসপাতালগুলিতে রোগীর ভিড় হাস পায়। তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের ৩টি জেলায় লেভেল থি ট্রমা সেন্টার চালু রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মূল লক্ষ্য হলো উন্নয়ন। প্রধানমন্ত্রী আয়ুমান ভারত জন আরোগ্য যোজনায় আমাদের রাজ্যের ১৩ লক্ষ লোকের মধ্যে আয়ুমান কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এবারের বাজেটে রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার পরিবারকে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমার আওতার আনার সংস্থান রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্য সরকার প্রতি বছর ৫৯ কোটি টাকা ব্যয় করবে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, মেয়র ইন কাউন্সিল বাপী দাস, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, সমাজসেবী সঞ্জয় সাহা, সামাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য, নিবেদিতা সংঘের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিবেদিতা সংঘের সভাপতি রূপক চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। উল্লেখ্য, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিতে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৩ জন রক্তদান করেন।

অডিটোরিয়ামে চোরের হানা

● আটের পাতার পর

রাকেশ মজুমদার তার দোকান থেকে আনুমানিক প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মতো চুরি হয়েছে। এর পাশের দোকান নন্দ দত্ত মিষ্টি দোকান ছিল সেই মিষ্টি দোকান থেকেও ৫০০ টাকা ক্যাশ এবং কিছু খাওয়া জিনিস নিয়ে যায় চোর। এর পরে বিলোনিয়া থানায় খবর দেওয়া হয় খবর পেয়ে ছুটে আসে থানার পুলিশ এরপর তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

গেল ছাত্রীর জীবন

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্য নেই !শুধু একটি যন্ত্রের জন্য নিজের মা বাবা কে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, এমন দাগ দেওয়া আদৌ কি সম্ভব। বর্তমান প্রজন্ম কে আমরা কি শিক্ষা দিচ্ছি। আমরা কি মোবাইল নামক যন্ত্রটি দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছি না তো!

উপভোটে তৈরি পদ্ম শিবির

● প্রথম পাতার পর

হবে তা নিয়েও এদিন বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা হয়। যতদূর জানা গেছে, উপভোটে শাসক দলীয় সব মন্ত্রী বিধায়কদের মাঠে নামানো হবে। দুই বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হবে। জেলা সভাপতিদেরও গুরু দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। দুইটি বিধানসভা কেন্দ্র বড় ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে শাসক শিবির সর্বশক্তি নিয়োজিত করতে চলেছে। এদিনের বৈঠকে মন্ত্রী রতনলাল নাথ, সুশান্ত চৌধুরী, বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মণ, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিত রক্ষিত সহ অন্যরা ছিলেন।

রেল লাইনে উদ্ধার মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ পড়ে আছে। সেই অনুযায়ী ঘটনাস্থলে ছুটে যায় জি আর পি থানার পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। মৃতদেহের পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে রেল পুলিশের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, যে এলাকা থেকে এই মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে সেই এলাকার পাশে কোনও বসতি নেই। জনমানবশূন্য এই এলাকায় কিভাবে এই যুবতী এলো তার তদন্ত করছে পুলিশ। এদিকে যুবতীটি জনজাতি সম্প্রদায়ের বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

শুভেচ্ছা

● প্র

বাধারঘাট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সেরা আয়োজন গুড মর্নিং ফুটবল প্রাইজমানি টুর্নামেন্ট সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। শহর দক্ষিণাঞ্চলের বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে জমজমাট ফুটবল টুর্নামেন্ট ব্যাপক আনন্দ উত্তেজনার মধ্য দিয়ে রবিবারে শেষ হয়েছে। স্থানীয় দল 'মা অন্নপূর্ণা ফুটবল ক্লাব' সুমিত ধানুকের জয় সূচক গোলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সুদৃশ্য বৃহৎ আকৃতির গোল্ডেন ট্রফি সহ ১০ হাজার টাকার প্রাইজমানি জিতে নিয়েছে। প্রায় ৩০ কিমি দূর থেকে আগত মধুপুর ফুটবল ক্লাব রানার্স খেতাব পেয়েও সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি এবারের মত ৭ হাজার টাকা প্রাইজ মানিতে সন্তোষ প্রকাশ করলেও কার্যত আসছে বছর আরো ভালো খেলার অঙ্গীকার করেই মাঠ ছেড়েছেন ফুটবলাররা। উদ্যোক্তা দশরথ দেব গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাবের দুদিন ব্যাপী ২২ দলীয় এই টুর্নামেন্টের আয়োজন সামগ্রিকভাবেই ক্রীড়া মহলে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। চূড়ান্ত পর্বের খেলায় প্রথম সেমিফাইনালে মা অন্নপূর্ণা ফুটবল ক্লাব আয়োজক গুড মর্নিং ফুটবল ক্লাব এ দলকে টাই-ব্রেকারে চার-তিন গোলে হারিয়ে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মধুপুর ফুটবল ক্লাব শ্রীপল্লী ফুটবল ক্লাবকে ২-১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছিল।

দর্শকাকীর্ণ বাধার ঘাট স্টেডিয়ামে জমজমাট ও ব্যাপক উত্তেজনাপূর্ণ টুর্নামেন্টের শেষে পড়ন্ত বিকেলে বর্ণাঢ্য পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যতম স্পন্সরর তথা অর্গানাইজিং কমিটির যুগ্ম কনভেনার গৌতম ব্যানার্জি, বিরুপাক্ষ চৌধুরী, ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সচিব সুপ্রভাত দেবনাথ, সিদ্ধার্থ সরকার, শান্তিপদ দে প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

সেরা গোলরক্ষক হিসেবে সুমন দে, সেরা স্ট্রাইকার দ্বীপ দে, ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ সুমিত ধানুক সুদৃশ্য ট্রফি পেয়ে এতটাই আপ্লুত, আগামী দিনে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার কথা দিয়ে ঘরে ফিরেছেন। ঐতিহ্যবাহী স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিপুল অর্থ রাশি সম্বলিত প্রাইজ মানি ফুটবল টুর্নামেন্ট সুন্দরভাবে সাফল্যমন্ডিতভাবে শেষ হওয়ায় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে যুগ্ম কনভেনর গৌতম ব্যানার্জি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বীর সৈনিকদের স্মরণে আয়োজিত দিবা-রাত্রী ভলিবলে সেরা পুলিস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। চ্যাম্পিয়ন হলো ত্রিপুরা পুলিস 'বি' দল। ফাইনালে পরাজিত করলো বিশালগড়ের বাইদ্যাদিঘী দলকে।

বাইখোড়া দ্বাদশ শ্রেনী ইংলিশ মিডিয়াম দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে হয় ম্যাচটি।,

বাইখোড়া ভলিবল টুর্নামেন্ট কমিটির উদ্যোগে। বীর সৈনিক শহীদ অমল সরকার ও শহীদ মানিক পাটারী মেমোরিয়াল একদিনের দিবারাত্রী ভলিবল প্রতিযোগিতায়। আসরে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহন করে।

নকআউট বিভিন্ন পর্বে খেলা শেষে, বিশালগর বাইদ্যাদিঘী ও ত্রিপুরা পুলিশ-বি টিমের মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনালে ২-০ সেটের ব্যবধানে ত্রিপুরা পুলিশ-বি টিম চ্যাম্পিয়ন হয়। বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে চ্যম্পিয়ন এবং রানার্স ট্রফি, নগদ অর্থ রাশি সহ বিভিন্ন পুরুষ্কার তুলে দেন ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বাইখোড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিষ্ণু চন্দ্র দাস, শহীদ অমল সরকার ও শহীদ মানিক পাটারীর পরিবারের সদস্য, সমাজসেবী রতন বৈদ্য, সমাজ সেবী কেশব চৌধুরী, শান্তির বাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন এ-র সচীব সাধুঅং মগ, কোষাধ্যক্ষ নারায়ণ শীল, আম্পায়ার কমিটির কনভেনর মনোরঞ্জন পাল, অফিস ম্যানাজার কিশোর কুমার ভৌমিক সহ অনান্য অতিথি ও কর্মকর্তা গন। আসরকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।

পশ্চিম জেলা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসো-র কমিটি পুনর্গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের জেনারেল বডি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলতঃ একক এজেন্ডা নিয়েই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার বিকেলে স্মার্ট বাজারে, তৃতীয় তলে ত্রিপুরা জিমন্যাস্টিক্স এসোসিয়েশনের এই জেনারেল বডি মিটিংয়ে অনুমোদিত সব কটি ক্লাব, ইউনিটের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আলোচ্য সূচি অনুযায়ী পশ্চিম জেলা জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা হয়েছে। কার্যকরী কমিটির সকল সদস্য, অনুমোদিত ইউনিট এবং ক্লাব প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি বলরাম শীল, সম্পাদক বিজন সাহা এবং কোষাধ্যক্ষ গৌতম বনিক মনোনীত হয়েছেন।

ফিরে দেখা এশিয়া কাপ ক্রিকেট : ২০০০ সাল বাংলাদেশ

কলকাতা, ১৩ আগস্ট (হি.স.): সাল ১৯৮৪-তে প্রথম এশিয়া কাপ হয়েছিল সংযুক্ত আরব আমিরাতে। দেখতে দেখতে ১৭-তম এশিয়া কাপ চলে এল।এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনের থাকছে ফেলে আসা এশিয়া কাপের কথা। ২০০০ এশিয়া কাপ (পেপসি এশিয়া কাপ নামে হয়) ছিল এশিয়া কাপের সপ্তম আসর। বাংলাদেশে, ২৯ মে - ৭ জুন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। টুর্নামেন্টে অংশ নেয়া দলগুলো দল- ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ। ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৩৯ রানে হারিয়ে প্রথম এশিয়া কাপ জিতে নেয় পাকিস্তান। এশিয়া কাপের সবগুলো ম্যাচ হয় ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে। প্রতিযোগিতা হয় রাউন্ড রবিন এবং নক আউট পদ্ধতিতে।

এক নজরে:

বিজয়ী: পাকিস্তান (১ম শিরোপা)

রানার-আপ: শ্রীলঙ্কা

অংশগ্রহণকারী দলসংখ্যা:৪টি

খেলার সংখ্যা:৭টি

প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড়: পাকিস্তানের ইউসুফ ইউহানা

সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী: পাকিস্তানের ইউসুফ ইউহানা (২৯৫)

সর্বাধিক উইকেটধারী: পাকিস্তানের আব্দুর রাজ্জাক ৮টি।

রাখাল শিল্ড : ছিটকে গেলো জুয়েলস টাই ভেঙ্গে সেমিফাইনালে বীরেন্দ্র

বীরেন্দ্র ৭ (২) — জুয়েলস-৫(২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। কিক অফ দ্য পেনাল্টি স্পটে জয় তুলে নিয়ে সেমিফাইনালে বীরেন্দ্র ক্লাব। শতবর্ষের পুরনো ওই ক্লাবটি রাখাল শিল্ডের প্রথম ম্যাচে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনকে হারিয়ে শেষ চারে উঠে। নির্ধারিত সময়ে দুদলের লড়াই ছিলো ১-১। অতিরিক্ত সময়েও দু-দল একটি করে গোল করে। ফলে ম্যাচের জয় পরাজয় নিশ্চিত করতে টাইব্রেকারের সাহায্য নিতে হয়। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে খেলার শুরু থেকে স্থানীয়দের নিয়ে গড়া বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা কিছুটা পরিকল্পিত ফুটবল খেলতে থাকে। অপরদিকে রাজ্য এবং বর্হি রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়ে গড়া জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন শুরু থেকেই কিছুটা অগোছালো ফুটবল খেলতে থাকে। ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে ম্যাচের ৩২ মিনিটে গোল করে যান বীরেন্দ্র-র এনোকা ডার্লং। তাঁর দেওয়া গোলেই ১-০ তে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে বিজয়ী দল। দ্বিতীয়ার্ধে গোল পরিশোধের জন্য জুয়েলসের ফুটবলাররা ভালো ফুটবল খেলতে থাকে। বেশ কয়েকটি সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু গোল করতে ব্যর্থ হন আক্রমণভাগের ফুটবলাররা। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত ফুটবলার হিসাবে মাঠে নেমে ২৫ মিনিটে দলকে সমতায় নিয়ে আসেন বীরনারায়ন জমাতিয়া। এরপর কোনও দলই গোল করতে না পারায় নির্ধারিত সময় শেষ হয় ১-১ অবস্থায়। নকআউট ফুটবলের নিয়মানুযায়ি শুরু হয় অতিরিক্ত সময়ের খেলা।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধে আবার গোল পেয়ে যায় বীরেন্দ্র। দলের পক্ষে বত্রসাধন জমাতিয়া গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে বক্সের বাইরে থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করে জুয়েলসকে লড়াইয়ে ফেরান ডাবর মেইতি।

অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয় অমিমাংশিতভাবে। খেলা গড়ায় টাইবরেকারে। বীরেন্দ্র পক্ষে ৫ জন ফুটবলারই গোল করতে সক্ষম হন। অপরদিকে জুয়েলসের পক্ষে লিয়ান মুইয়া ডার্লং বল বাইরে মারেন। ফলে জয় নিশ্চিত হয় বীরেন্দ্র ক্লাবের। এ জয়ের ফলে শিল্ডের প্রথম সেমিফাইনালে বীরেন্দ্র ক্লাব বৃহস্পতিবার লড়াই করবে গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন এগিয়ে চলো সঙ্ঘের বিরুদ্ধে। এদিনের ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের জয় ধরা দেয় তাঁদের ফুটবলারদের লড়াকু মানসিকতার ফলে। শুরু থেকেই হার না মানা মানসিকতা নিয়ে লড়তে থাকে বর্হি রাজ্যের ফুটবলার সমৃদ্ধ জুয়েলসের বিরুদ্ধে।

রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়েও মাঠ থেকে জয় নিয়ে ফেরা যায় এদিন প্রমান করলেন প্রশিক্ষক সুবোধ দেববর্মা। ম্যাচ শুরুর আগেই তিনি জানিয়েছিলেন রাজ্যের ফুটবলারদের নিয়েই ভিনরাজ্যের ফুটবলারদের হারানো যায়। এদিন কিন্তু মাঠে সেটাকে বাস্তবে রূপ দিলেন বীরেন্দ্র প্রশিক্ষক। একসাথে অনেকদিন ফুটবল খেলার ফসল তুললো বীরেন্দ্র।

অপরদিকে পরাজয়ের জন্য দলীয় ফুটবলারদের বোঝাপড়ার অভাবকেই দাবি করলেন জুয়েলস প্রশিক্ষক আবু তাহের। তবে লিগে দল বেশ ভালো খেলবে সেই আশারবাণী শুনিয়েই মাঠ ছাড়লেন জুয়েলস প্রশিক্ষক। খেলা পরিচালনা করেচেন সত্যজিৎ দেবরায়।

ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবলারদের হাতে জার্সি প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ ক্লাবও প্রস্তুত রাখাল শীল্ডের নকআউট ম্যাচের জন্য। রবিবার থেকে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের রাখাল মেমোরিয়াল নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে। আগামীকাল দ্বিতীয় ম্যাচে ঐতিহ্যবাহী রামকৃষ্ণ ক্লাব খেলবে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে। সন্ধ্যায় নিজেদের ক্লাব গৃহে জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে ক্লাবের খেলোয়ারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়। রামকৃষ্ণ ক্লাবের খেলোয়াড়দের জার্সি স্পন্সর করেছে মেসার্স লোকনাথ, পুষ্পাঙ্গন বিয়ে বাড়ি এবং কালি ব্রিকস যৌথভাবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের ও বহি:রাজ্যের খেলোয়াড়দের নিয়ে সমৃদ্ধ ক্লাব টিমের মূল লক্ষ্য মাঠে ভালো খেলা উপহার দেওয়া। মণিপুরের সাতজন এবং স্থানীয় ১১ জন ফুটবলার নিয়ে সমৃদ্ধ পুরো টিমকে প্রায় ১৫ দিন ধরে দারুন ভাবে প্র্যাকটিস করিয়ে নিজেদের মধ্যে বেশ বোঝাপড়া তৈরি করে নিয়েছেন কোচ কৌশিক রায়। আশা করছেন মাঠে ভালো খেলার পাশাপাশি দল দারুন সাফল্যও পাবে। খেলোয়াড়রাও বেশ কটা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে নিজেদের পুরোটা ক্লাবের জন্য উজাড় করে দেবে বলে ক্লাব কর্মকর্তাদের কাছে অঙ্গীকার করেছেন। জার্সি প্রদান অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ ক্লাবের পক্ষে অমিত দেব এবং ক্লাব সম্পাদক কুশল দাস প্রমুখ খেলোয়াররা দর্শকদের নয়নাভিরাম খেলা উপহার দেবেন বলে আশা প্রকাশ করছেন। কুমার সপ্তম ঘোষের নেতৃত্বাধীন রামকৃষ্ণ ক্লাবের ফুটবল টিম আগামীকাল মাঠেই নিজেদের প্রথম ম্যাচ জাত চেনাতে বদ্ধপরিকর। এদিকে আগামীকাল খেলা দেখতে মাঠে প্রচুর দর্শকের আগমন ঘটবে বলে ফুটবল প্রেমীদের অনুমান।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

শহরে ৩টি রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যে মেডিক্যাল হাব গড়ে তোলার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। রক্তের কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক রঙ হয়না। রক্তদান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ একে অপরের পরিপূরক। আজ আগরতলার দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, একজনের রক্তদানে চারজন মানুষের জীবন রক্ষা করা যায়। কিছু মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে রক্তদান করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এটা সম্পর্ণ অসত্য ও ভুল ধারণা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদান করলে শরীর ভালো থাকে। তাই সবার রক্তদানে এগিয়ে আসা উচিত। রক্তদানের মতো মহৎ দান আর কিছু নেই। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গত বিধানসভা নির্বাচনের মুহুর্তে রাজ্যে ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের আহ্বানে রাজ্যব্যাপী রক্তদান এখন জনজাগরণের রূপ নিয়েছে। রাজ্যে এখন ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। সরকারিভাবে ১২টি ও বেসরকারিভাবে ২টি রয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় অনেক উন্নতি হয়েছে। জটিল চিকিৎসা ও অপারেশন এখন রাজ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। সমস্ত জেলা হাসপাতালগুলিকে উন্নত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবাকে উন্নত ও গণমুখী করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন ও রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, সমাজসেবী রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর প্রফেসর (ডা.) অলক ভট্টাচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তপেশ দেবনাথ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি চিত্তরঞ্জন সাহা।

এদিকে, সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে ক্লাবগুলির ভূমিকা অপরিসীম। স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সমাধানেও ক্লাবের অনেক দায়দায়িত্ব রয়েছে। তাই সবসময় ক্লাবের ভূমিকা নিরপেক্ষ থাকা আবশ্যক। আজ নর্থ বড়দোয়ালী রিক্রিয়েশন সেন্টারের নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নর্থ বড়দোয়ালী রিক্রিয়েশন সেন্টারের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের সাথে মতবিনিময় করেন ও তাদের উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্লাব সংস্ক'তির এখন সম্পর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে ক্লাবে ক্লাবে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠেছে। সমাজ সেবামূলক কাজ সহ সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কর্মাকাণ্ডে ক্লাবগুলি নিজেদের জড়িয়ে রেখেছে। রক্তদান প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের চেয়ে মহৎদান আর কিছু হয়না। সমস্ত দানের উর্দ্ধে হচ্ছে রক্তদান। রক্তের কোন ধর্ম বা রাজনৈতিক রঙ হয়না। শরীরের প্রতিটি কোষে অ'জিন পরিবহণে রক্তের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই মানব শরীরকে সুস্থ রাখার ক্ষেত্রে রক্তের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি বলেন, রক্তের পৃথকীকরণের ফলে একজন রক্তদাতার রক্তদানের মাধ্যমে চারজন মানুষের জীবন বাঁচানো যেতে পারে। রক্তদানের মাধ্যমে রক্তদাতা ও রক্ত গ্রহীতার মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি পরিলক্ষিত হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশাত্মবোধক চিন্তাধারায় সমগ্র দেশের সাথে রাজ্যেও হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশ রক্ষায় যাঁরা নিজের জীবন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্তমান মন্ত্রীর জন্য মোহনপুরে রক্তদান করা যায়না: পবিত্র কর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। "মোহনপুরের যে মন্ত্রী রয়েছেন উনার জন্য সেখানে রক্তদানও করা যায় না। তাই রক্তদান করতে বাম যুবদের মোহনপুর থেকে ছাত্র যুব ভবনে আসতে হয়েছে। কিন্তু তারপরও যতই আঘাত নামিয়ে আনুক না কেন রক্তদান শিবির জারি থাকবে।

রবিবার ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরে নাম না করে মন্ত্রী রতন লাল নাথের বিরুদ্ধে এই কথা বলেন পবিত্র কর। রাজধানীর মেলার মাঠস্থিত ছাত্র যুব ভবনে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। প্রাক্তন বিধায়ক পবিত্র কর বলেন, মোহনপুরে রক্তদান করতে গিয়ে বারে বারে আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী সমর্থকদের। তাই তারা আগরতলা ছাত্র-যুব ভবনে এসে রক্ত দান করছে।তিনি আরো বলেন মুখ্যমন্ত্রী আহবানে কিছু রক্তদান হয়েছে। কিন্তু বাম যুবদের মতো কেউই অব্যাহত রাখছে না রক্তদান শিবির। তবে ইতিমধ্যে সমস্ত সংগঠনকে রক্তদানে এগিয়ে আসা দরকার। কারণ রক্তের চাহিদার তুলনায় রক্তদান অনেকটাই কম বলে দাবি করেন তিনি। রক্তদান শিবিরে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন মোহনপুর বিভাগীয় কমিটির সদস্য সদস্যারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। আয়োজিত রক্তদান শিবিরে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব, সভাপতি পলাশ ভৌমিক সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

উপনির্বাচন

প্রবীন, দিব্যাঙ্গজনের ভোট পোস্টাল ব্যালেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। আসন্ন ২০-বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র ও ২৩-ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত, ৮০ বছরের উর্ধে ও দিব্যাঙ্গজন ভোটারগণ পোষ্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। তবে এই সুবিধার জন্য যারা আবেদন করবেন তাদের আবেদনপত্র ইলেকশন রুলস-১৯৬১ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে। নির্বাচন কমিশনের এক বি'প্তি অনুসারে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক ইউ জে মগ এ সংবাদ জানিয়েছেন।

স্কুটি চালিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। ইলেকট্রিক স্কুটি চালিয়ে মাথায় হেলমেট পরিধান করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। রবিবার টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের যুব মোর্চার উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে এক বাইক রেলির আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় এই রেলিটি। এদিনের রেলিতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা, মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ইলেক্ট্রিক স্কুটি চালিয়ে রেলির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রবিবার ৮ টাউন বড়দোয়ালীর উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর রত্না দত্ত সহ অন্যন্যরা।

রাজীব ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে রাজধানীর কল্যাণী এলাকার স্বচ্ছ ভারত অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃক্ষরোপণ, স্বচ্ছ ভারত অভিযান এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে রবিবার রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকালে আগরতলা পুর নিগমের ২৪ নং ওয়ার্ডের ২৮ নং বুথের কল্যাণী এলাকায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ স্থানীয় কাউন্সিলর এবং বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এ ধরনের কর্মসূচি জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন আজকে সারা রাজ্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বৃক্ষরোপণ এবং হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে সাড়া দিয়ে কার্যকর্তা কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচি গুলির মধ্যে অংশ নিয়েছে বলে জানান প্রদেশ বিজেপির সভাপতি। এদিকে বনমালীপুর দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন মন্ডল সভাপতি। উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি জানান দেশের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে ৯ বনমালীপুর যুব মোর্চার পক্ষ থেকে তিরঙ্গা রেলির আয়োজন করা হয়। বিধানসভার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এদিন বাইক মিছিলটি। বাইক মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি জানান প্রধানমন্ত্রী আহ্বানে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উপলক্ষে যুব মোর্চা এই মিছিলের আয়োজন করেছে।

চার শতকেরও বেশি ভোটার যোগ দিল পদ্ম শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে রাজ্যের বিরোধী শিবিরে বড়সড় ভাঙ্গন। সাড়ে চার শতাধিক ভোটার যোগদান করল পদ্ম শিবিরে। যোগদান শিবিরটি হয় রবিবার বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের উষা বাজারস্থিত সুখময় স্কুলে। বিজেপি বড়জলা মন্ডলের উদ্যোগে হয় এই যোগদান সভা। যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। যোগদান সভায় সিপিআইএম ও কংগ্রেস দল ত্যাগ করে ১৬৫ পরিবারের ৪৫৭ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করে। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপি দলে বরন করে নেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। পরে যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি বলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অডিটোরিয়ামে চোরের হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৩ আগস্ট।। গত ১১ ই আগস্ট রাতের বেলা বিলোনিয়া শচীন দেববর্মন অডিটোরিয়ামে চলছিল বিদ্যাপীঠ দ্বাদশ বিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তীর অনুষ্ঠান চলছিল, সেই অনুষ্ঠানের ফাঁকে চোর হানা দিলো ওডিটোরিয়ামে, শুধু একবার নয় একই সময়ে পর পর দুইবার, বাড়ি ঘরের কথা তো বলে লাভ নেই,এত দুঃসাহস ভাবা যায় না, সেখানেও পুলিশের কোন ভূমিকা নেই, চুরি দিন দিন বাড়ছে। গতকাল অথ্যাত শনিবার রাতেও শহর ছাড়িয়ে গ্রামে হানা দিলো সেই নিশি কুটুমবের দল, রাত প্রায় ৩ টা নাগাদ দক্ষিণ সোনাইছড়ি বাজার থেকে দুইটি দোকান থেকে চুরির ঘটনা বিলোনিয়া দক্ষিণ সোনাইছড়ি বাজারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

Sir/ Madam

Partition Horrors Remembrance Day 2023 will be observed on 14th August, 2023 in Rabindra Satabarshiki Bhawan, Hall No.1 at 4 PM with Photo Exhibition in premises of Rabindra Satabarshiki Bhawan.

Following dignitaries will grace the programme

Inaugurator

Prof. (Dr.)Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Tripura

Guest of Honour

Sri Jishnu Dev Varma, Former Hon'ble Dy Chief Minister

Special Guests

Prof. Satyadeo Poddar, Vice Chancellor, MBB University

Dr. P.K. Chakravarty, Secretary, ICA Department

Your gracious presence is solicited

Bimbisar Bhattacharya
Director
ICA Department

ICA/D-768/23

বলদাখাল এলাকা থেকে শুকনো গাঁজা সহ দুই পাচারকারী আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ আগস্ট।। শনিবার রাতে রাজধানীর বলদাখাল এলাকা থেকে ২২ কেজি শুকনো গাঁজা সহ দুই পাচারকারিকে আটক করল পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। এ বিষয়ে সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, তাদের কাছে গোপন সংবাদ ছিল যে সড়ক পথে গাঁজা পাচার করা হয় তারপর তথ্য সংগ্রহ করে জানতে পারেন শনিবার রাতে চন্দ্রপুর আইএসবিটি বাস স্ট্যান্ড থেকে দুইজন গাঁজা পাচারকারী গাজা নিয়ে বহিঃরাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

Azadi Ka Amrit Mahotsav
Meri Maati Mera Desh

Agartala Municipal Corporation
Agartala

Invitation

Dear Sir / Madam

You are cordially invited for Ceremonial Inauguration of "Laser Light Show on Bangladesh Muktiyuddha At Albert Ekka War Memorial"

Time & Venue of Public Function
14/08/2023 at 6.30 PM
ALBERT EKKA WAR MEMORIAL, LICHUBAGAN

Inaugurator & Chief Guest:-
Prof. Dr. Manik Saha, Hon'ble Chief Minister, Govt of Tripura

Guest of honour :-
Shri Dipak Majumder, Hon'ble Mayor, AMC

Special Guest :-
Shri J.K. Sinha, IAS, Chief Secretary,Govt. of Tripura
Shri K.S. Sethi, Principle Secretary, Industry & Commerce Dept.,Govt. of Tripura
Shri M.P. Gupta, IG BSF, Salbagan
Shri Subrat Kumar Mishra, IG CRPF, Ushabazar
Brig. Vikram Guleria, SM, Assam Rifles
Brig. B.K. Panda, Agartala Military Station

You are cordially invited to grace the occasion

Dr. Shailesh K Yadav, IAS
Municipal Commissioner
Agartala Municipal Corporation

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।